**আর্ট অফ আতলামি- ৮**

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10153288840171891>)

পাঁচ মিনিটের জন্য চা খেতে গিয়ে এক ঘন্টা আড্ডা মারলে, বা দশ মিনিটের কথা চিন্তা করে ল্যাপটপে ঢুকে তিন ঘন্টা পার করে দিলে; কিংবা বন্ধুর সাথে এক ঘন্টা দেখা করতে গিয়ে সারাটা দিন ট-ই--ট-ই করে ঘুরে বেড়ালে, কেউ তোমাকে নিষেধ করবে না। পুরা সেমিস্টারে গ্রুপ প্রজেক্টের খোজ না রাখলে, এসাইনমেন্টগুলা হুবহু কপি-পেস্ট মারলে, কিংবা ক্লাস শুরুর পাঁচ মিনিট পরেই পিছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে গেলে; কেউ তোমাকে ধরে বেধে ক্লাসে ফেরত নিয়ে আসবে না। টিভি সিরিয়ালের একটা এপিসোড দেখতে বসে, একটানা ১৩টা এপিসোড গিলে গিলে হজম করে ভোর ৪টা বাজিয়ে দিলেও অন্য কেউ এসে তোমাকে ঘুমাতে যেতে বলবে না।

.

তুমি বড় হয়েছ, স্মার্ট হয়েছ, পাখনা গজিয়েছ। এই পাখনায় ভর দিয়ে, রঙিন চশমা ফাঁক দিয়ে, রং বেরংয়ের দুনিয়া দেখতেই পারো। তবে চান্দু, যতই স্মার্ট-গিরি ফুটাও না কোনো। যতই ক্লিকবাজিতে চ্যাম্পিয়ন হও না কোনো। ক্লাসের অন্য পোলাপানের আগে পাশ করে বের হয়ে যেতে পারবা না। বরং দুই-তিনটা সাবজেক্টে ক্রস খাইলেই; রঙিন দুনিয়া, আন্ধার হয়ে যাবে। আর আট-দশখান ক্রস খেয়ে ফেলতে পারলে, দুই-তিন সেমিস্টার বেশি সময় নিয়ে ধীরে সুস্থে পাশ করতে পারবে। তবে ভাগ্য বেশি ভালো হলে, তোমার ক্লাসমেটের আন্ডারেই ক্লাস করার সুযোগ পেয়ে যাবে। তাছাড়া প্রতিদিন ফ্রি ফ্রি হতাশার বড়ি খেতে পারবে। বন্ধুদের পাশ করা, চাকরি, বিয়ে-হানিমুনের ছবি দেখে, লজ্জায় মুখ লুকাতে পারবে।

.

অথচ ওরা যত দিন ভার্সিটিতে ছিলো, তুমিও ততদিন ছিলা। ওরা যেই যেই কোর্স নিছিলো, তুমিও সেই সেই কোর্স নিছিলা। ওরা যেই ক্লাসরুমে যে টিচারের ক্লাস করতো, তুমিও একই ক্লাস করতা। আর ওরা যে ফাঁকিবাজি করে নাই। আড্ডা, খেলা দেখা, ঘুরতে যায় নাই। তা কিন্তু না। তারপরেও ওরা এগিয়ে গেছে আর তুমি গ্যাঁড়াকলে পড়ে গেছ। কেন? কারণ তুমি পরীক্ষার আগের দিন রাতে পড়তে বসতা। আর ওরা পরীক্ষার তিন-চার দিন আগে পড়তে বসতো। তুমি ক্লাসের লাস্ট বেঞ্চে বসে খোঁচাখুঁচি, মোবাইলে একটার পর একটা ম্যাসেজ দিতেই থাকতা। আর ওরা দুই-একটা ম্যাসেজ দিলেও, পাঁচ মিনিট পরে ক্লাসে আবার মনোযোগ দিতো। একটু আধটু ক্লাস-নোট তুলতো। আর তুমি খাতাই বের করতা না। ওরা সারা বছর আড্ডা দিলেও, পরীক্ষার এক দুই-সপ্তাহ আগে আড্ডা বন্ধ করে দিতো। চোখ বন্ধ করে এসাইনমেন্ট কপি-পেস্ট না করে, দুই-এক প্যারাগ্রাফ নিজে নিজে লেখার চেষ্টা করতো। কপি করা লাগলে বুঝে বুঝে কপি করতো।

.

ব্যস, এইটুকুই। এইটুকুই একজন ওকে টাইপ সফল আর ফেলটুস পোলাপানের মধ্যে ডিফারেন্স। ফেলটুস পোলাপান একটু বেশি মজা করে, একটু বেশি ফাঁকিবাজি করতে গিয়ে মাইনকা চিপায় পড়ে। আর মোটামুটি সফল পোলাপান ফাঁকিবাজি করলেও, হালকা একটু সিনসিয়ার থাকে, হালকা একটু কেয়ারফুল থাকে। এখন তুমি হালকা একটু বেশি মজা করবা, না হালকা একটু সিনসিয়ার থাকবা, সেই সিদ্ধান্তটা তোমার। কারণ লাইফটা তোমার। অন্য কারো না।

**আর্ট অফ আতলামি – ৭ February 2**

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10153202097566891>)

এই তুমিই কোচিং সেন্টারে, স্যারের বাসাতে, স্কুলের পরীক্ষাতে, এমনকি প্রাইভেট টিউটরের সামনে দাপিয়ে বেড়াতে। সেই তুমিই এখন ক্লাসের লাস্ট বেঞ্চে বসে মাথা লুকিয়ে রাখো, টিচারদের দৃষ্টি এড়াতে। যেই তুমি চেয়ার-টেবিলে বসলেই, কোচিংয়ে ভাইয়ার লেকচার শুনলেই, পড়ালেখা হয়ে যেতো। সেই তুমিই নিয়মিত ক্লাসে গিয়ে, এসাইনমেন্ট-ল্যাবের রিপোর্ট ঠিক সময়ে জমা দিয়েও, এক লাইনও মাথায় ঢুকাতে পারো না। কেনো পারো না? কারণ তুমি ভার্সিটিতে যাও, শিখার চেষ্টা করো না। বাসায় এসে পড়, স্টাডি করো না। এসাইনমেন্ট জমা দাও, নাম্বার পাওয়ার কম্পিটিশন করো না। ক্লাসে যাও, পড়া বুঝে নেওয়ার আগ্রহ দেখাও না। আড্ডা মারো, ট্যুর দাও, ক্লাস লেকচার নিয়ে আলোচনা করো না। দুই নাম্বার কম পাইলে, হু কেয়ারস, নাম্বার ডাজেন্ট মেটার বলে বেনসন ধরাও, টপকে যাওয়ার চ্যালেঞ্জ নাও না। তাই "পরীক্ষার আগের দিন রাতে, বুঝে না বুঝে আপলোড করো মাথায়, ডাউন-লোড করো পরীক্ষার খাতায়"।

.

তোমাকে স্টাডি করতে হবে- মুভি দেখা, খেলা দেখার স্টাইলে। মুভি দেখার মতো, চোখ থাকবে বইয়ের পাতার দিকে, মাথার চিন্তা থাকবে- পড়া লজিক্যালি কোন জায়গা থেকে কোন জায়গায় যাচ্ছে সেটা চিন্তা করতে। ইমোশন এবং ফিলিংস থাকবে, পড়া অগ্রসর হওয়া, বুঝতে পারা, শেষ হওয়ার দিকে। পড়ালেখার জন্য ইমোশন, আবেগ, ক্রেজ না থাকলে- দুই মিনিট পরেই ভাল্লাগেনা ভাবতে, মোবাইল ধরতে, ফেইসবুক খুলতে মন আকুপাকু করবে। আর পড়া মনে রাখতে হবে প্রিয় গানের লিরিক্স মনে রাখার স্টাইলে। দুই-একবার শুনলে দুনিয়ার কারোরই গানের লিরিক্স মনে থাকবে না। তাই বারবার শুনতে হয়। একইভাবে একবার পড়লে পড়া কারোরই মনে থাকবে না। বারবার পড়ে, স্টাডি করতে হয়। প্রথমবার পড়ে চ্যাপ্টারে সম্পর্কে আইডিয়া নিবা। পরেরবার আরেকটু বুঝার চেষ্টা করবা, ড্রয়িং থাকলে আঁকবা, পরীক্ষার খাতায় লিখার মতো করে লিখবা, রাতে বিছানায় শুয়ে চোখ বন্ধ করে রিভাইজ দিবা।

.

খিধা লাগার পরে, খাইতে না পারলে যেমন চটপট করতে থাকো। দিনের পড়া দিনে শেষ করতে না পারলে সেই লেভেলের চটপট করতে হবে। পড়ালেখাকে জীবনের অপরিহার্য অংশ বানাতে হবে। তখন পড়ালেখার ভালো পরিবেশ থাকুক বা না থাকুক, সাবজেক্ট কঠিন হোক বা বায়বীয় হোক, তুমি ঠিকই হায়েস্ট নাম্বার পাবে। গার্লফ্রেন্ড অন্য ছেলের প্রোফাইল পিকচারে লাইক দিলেও তুমি ভরের নিত্যতার সূত্র ছন্দ করে পড়তে থাকবে। নিজেই নিজেকে ডেডলাইন দিয়ে পড়া শেষ করবে। নিজে নিজেই মডেল টেস্ট, মক টেস্ট দিবে। কিছুক্ষণ বসে বসে পড়তে ভালো না লাগলে, হেটে হেটে পড়বে, জায়গা চেইঞ্জ করে পড়বে। বাসে, বাথরুমে, দুই ক্লাসের গ্যাপে, এমনকি বই না থাকলে মনে মনে রিভাইজ দিবে। এইটাকে বলে স্টাডি। এইটাকে বলে ক্রেজি। এইটাকে বলে আতলামি। এই আতলামি একটা সিরিয়াস নেশা। এই নেশার জগতে ঢুকতে পারলে- ডিপার্টমেন্টের টিচার হওয়া, প্রেসিডেন্ট থেকে গোল্ড মেডেল নেওয়া, ফুল-ব্রাইট স্কলারশিপ পাওয়া, এমনকি জুনিয়র ব্যাচের সুন্দরীর ভালবাসা, কোনটাই কোন ব্যাপার না।

**November 11, 2015** (<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10153062887541891>)

বিসিএস, GRE/TOEFL, এমনকি SSC/HSC পরীক্ষা ঘাড়ের উপর এসে পড়লে আমাদের হায় হায় অবস্থা শুরু হয়ে যায়। মাথার তাপমাত্রা দশ ডিগ্রী বেড়ে যায়। ভয়ের চোটে পায়খানার রাস্তায় ট্রাফিক জ্যাম লেগে যায়।

.

পরীক্ষা নিয়ে ভয় পাবার আগে একটু খেয়াল করলে বুঝতে পারবেন - আমরা নিজেদের কারণে ভয় পাই না। ভয় পাই অন্যদের কারণে। অমুকে পারেনি, তমুকে ফেল করছে, সমুকের মাথা আউলায় গেছে, টমুকের টাফ লাগছে। এসব শুনেই আমরা আধ মরা হয়ে যাই। কিন্তু খেয়াল করে দেখি না -এগুলা অন্যদের ব্যর্থতা। আমাদের না। তাদের ব্যর্থতার জন্য আমরা কেন ভয় পাচ্ছি? আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে- পঞ্চাশ হাজার পরীক্ষা দিয়ে পঁয়তাল্লিশ হাজার ফেল করছে। বা ৯০% পোলাপানের মার্কস ৪০ এর নীচে। আরে ভাই, যেকোনো পাবলিক পরীক্ষায় ৯০% পোলাপান পরীক্ষা দেয় ফেল করার জন্য। তারা ফেল করবেই। আসল কম্পিটিশন হয় খালি দশ পার্সেন্টের মধ্যে। এই দশ ভাগ পোলাপান রাত জেগে চেষ্টা করে, খেলা দেখা বাদ দিয়ে সাধনা করে, আড্ডাবাজি এড়িয়ে চলে পরিশ্রম করে। এরাই চান্স পাবে। বাকি ৯০ পার্সেন্ট দুধভাত।

.

আয়নার দিকে মিষ্টি হাসি দিলে, সেও মিষ্টি হাসি দিবে। আর চোখ রাঙানি দিলে, সেও চোখ রাঙ্গাবে। একই ভাবে, উঁচু পাহাড়, বিশাল সাগর, ম্যারাথন দৌড় কিংবা টাফ এক্সামের দিকে ভয়ের চোখে তাকালে, সে আপনাকে ভয়ই লাগবে। তাই এক হাজার ফুট উঁচু পাহাড়ের চূড়ার দিকে ভয়ের চোখে না তাকিয়ে, পাহাড়ের তলা থেকে দশ ফুট উপরের জায়গাটার দিকে তাকান। ধীরে ধীরে সেই ১০ ফুট উপরে উঠেন। প্রথম দশ ফুট উঠার পর তার পরবর্তী ১০ ফুটের দিকে তাকান। এইভাবে দশ দশ করে উঠতে থাকলে, এক হাজার বা দশ হাজার ফুট কোন ব্যাপারই না।

**November 8, 2015** (<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153058635891891&set=a.10150519220556891.369219.686386890&type=3>)

মজার বিষয় হচ্ছে- গত বছর জীবনের প্রথম দৌড়ে অংশ গ্রহণ করার পর নভেম্বর ১০, ২০১৪ তে ফেইসবুকে ছবি পোস্ট দিয়ে লিখছিলাম- "লোভ চাঙ্গা অইয়া গেছে গা, নেক্সট ইয়ারে 15k মারার জন্য পা ইশপিশ করতাছে। চামে, জীবনে একবার হাফ-ম্যরাথন দেয়ার সখটার চুলকানিও বাড়তাছে"

আজকে গিয়ে সেই হট চকলেট রেইসে 15k (১৫ কিলোমিটার) দৌড় দিয়া আসছি। জীবনে একবার হাফ-ম্যারাথন দেয়ার সখের কথা বলছিলাম। এই বছরে দুইটা হাফ-ম্যারাথন দেয়া হয়ে গেছে। এইখানে আবার লিখে দিলাম-

"লোভ আরো চাঙ্গা হইছে, জীবনে একবার ম্যারাথন (২৬.২ মাইল) দৌড় দেয়ার জন্য পা ইটিশপিটিশ করতাছে।"

আগের সপ্তাহের হাফ ম্যারাথনের চাইতে স্পিড হালকা বাড়ানোর টার্গেট ছিলো। সেটা করতে পারছি। আগে প্রতি মাইল দৌড়াতে গড়ে ১০.৩০ মিনিট সময় লেগেছিলো। আজকের সেট কমিয়ে ১০.১২ মিনিটে প্রতি মাইল আনা সম্ভব হইছে।

**November 5, 2015** (<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10153054193406891>)

প্রথম ইনিংসে ভালো স্কোর দাড় করাতে না পারলে, পরের ইনিংসে বোলিং করে তেমন সুবিধা করতে পারবেন না। তেমনি সময় থাকতে, স্টুডেন্ট লাইফে দরকারি স্কিল ডেভেলপ করতে না পারলে, পাশ করার পরে সঠিক ক্যারিয়ার গড়ে তুলতে পারবেন না। যতটুকু সফল হবার কথা ছিলো, তার ধারেকাছেও যেতে পারবেন না।

.

বল না বুঝে, খেলার কন্ডিশন মাথায় না রেখে, উরাধুরা পিটাতে গেলে, দুই বাড়ি মারার পর দেখবেন মিডল স্ট্যাম্প নাই। কিছু বল ছেড়ে আবার কিছু বল মেরে, কনফিডেন্স ডেভেলপ করে, তিনশ-সাড়ে তিনশোর টার্গেট নিয়ে খেলা আগায় নিতে হবে। মাথা ঠাণ্ডা রেখে, চেষ্টা চালায় যেতে পারলেই ইনিংস বড় হবে। সেঞ্চুরি হবে। আর নিয়মিত ডাক মারলে, বিশ-তিরিশের নীচে স্কোর করলে, আপনি যত বড় ট্যালেন্টেড ব্যাটসম্যান হন না কেনো, কয় দিন পরে টিম থেকে বাদ দিয়ে দিবে। আপনার আশেপাশে এমন অনেকেই আছে, যার সারা গা ভর্তি ট্যালেন্ট, কিন্তু ট্যালেন্টের এক ফোটাও কাজে লাগায় না। আলসেমি করে, ধরাকে সরা জ্ঞান করে চুপ করে বসে থাকে। সে যত বড় ট্যালেন্টেড হোক না কোনো, জীবনের দৌড় থেকে দুই দিন পরেই পিছিয়ে পড়বে, বাদ পড়বে। তার সাথে আপনি থাকলে, আপনিও বাদ পড়বেন।

.

তাই কালের স্রোতে হারিয়ে যেতে না চাইলে, আশেপাশে এমন কাউকে খুঁজে বের করতে হবে, যার জীবনের লক্ষ্য আছে, যে জানে কি করতে চায় তার ফিউচারে। সে হতে পারে অন্য ডিপার্টমেন্টের কেউ, সিনিয়র ভাইয়া/ আপু বা অন্য কেউ। যাদের সাথে আধা ঘন্টা কথা বললে, আপনি নিজে উৎফুল্ল হন, তাদের এচিভমেন্ট দেখে অনুপ্রাণিত হন। এমন কারো সাথে চলতে পারলে, রুমমেট, কলিগ বা পার্টনার হতে পারলে, তার সেঞ্চুরি হবার পর আপনারও সেঞ্চুরি হবে।

**October 31, 2015** (<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153046920481891&set=a.10150519220556891.369219.686386890&type=3>)

আজকে সকালের তাপমাত্রা ছিলো ৭.৭ ডিগ্রী সেলসিয়াস আর বৃষ্টির সম্ভাবনা ছিলো ১০০%। ১৩.১ মাইল দৌড়ানো লাগবে দেখে মনের ভিতরে বৃষ্টি-ঠাণ্ডার ভয় হালকা আকুপাকু করতেছিলো। তখন ভাবলাম যেকোনো কিছু শুরু করার সবচেয়ে কঠিন স্টেপ হচ্ছে- বাসা থেকে বের হওয়া। বিছানা থেকে উঠে রেডি হইতে পারলে, বাসা থেকে বের হইতে পারলে, কাজের ৭০% শেষ।

.

এর আগের বার হাফ ম্যারাথন (১৩.১ মাইল) শেষ করতে টাইম লাগছিলো ২ ঘন্টা ৩২ মিনিট। সেখানে উঁচু-নিচু ছোট খাটো পাহাড় ছিলো। এইবার শিকাগোর সমতল রাস্তায় দৌড় শেষ করার টার্গেট সেট করলাম ২ ঘন্টা ২৫ মিনিট। ২ ঘন্টা ২০ মিনিট হইলে ভালো। নিজে নিজে একটা কন্ডিশন সেট করলাম- দৌড়ের মাঝখানে থামা যাবে না। স্লো হওয়া যাবে কিন্তু দৌড় থামানো যাবে না।

.

দৌড় দেয়ার সময় যারা মোটামুটি একই টাইমে দৌড় শেষ করতে চায় তারা এক সাথে দৌড় দেয়। যদিও আমার ২ ঘন্টা ১৫ মিনিটে যারা শেষ করতে চায় তাদের সাথে দৌড়ানো উচিত ছিলো। তবুও শুরু করার করলাম ১ ঘন্টা ৩০ মিনিটের গ্রুপের সাথে। অল্প কিছুক্ষণ পরে তারা পিছনে ফেলে দিলো। আরো কিছুক্ষণ পরে ১ ঘন্টা ৪৫ মিনিটের গ্রুপও পিছনে ফেলে দিলো। শেষপর্যন্ত ৬৯২ জন আমাকে পিছনে ফেলে দিছিলো। আর আমি মাত্র একজনকে পিছনে ফেলতে পারছি। এটলিস্ট একজনকে হইলেও তো পারছি।

যে ফার্স্ট হইছে তার চাইতে ৫৪ মিনিট সময় বেশি নিয়ে ২ ঘন্টা ১৭ মিনিট ৩৩ সেকেন্ডে আমার লাইফের সেকেন্ড হাফ ম্যারাথন শেষ করলাম আজকে।   
সেই খুশিতে মেডেল গলায় দিয়ে পেপসুডেন্ট মার্কা হাসি।

**October 24, 2015** (<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10153036680071891>)

কোন একটা লাইভ টিভি প্রোগ্রাম কিংবা বিশাল একটা কনসার্ট শুরু হবার পাঁচ মিনিট আগে, আপনাকে যদি বলে- এই মুহূর্তে স্টেজে পারফর্ম করতে হবে। আপনি কি পারবেন? না পারবেন না। ভয়ের চোটে প্যান্ট ভিজিয়ে ফেলবেন। অথচ এই আপনিই, কেউ সুযোগ দিচ্ছে না বলে মাসের পর মাস ঘ্যানর ঘ্যানর করতেছেন। আসলে যারা সুযোগ পাইনা বলে চিল্লাচিল্লি করে, তাদেরকে সুযোগ দিলেও সেটা কাজে লাগাতে পারবে না। তাই সুযোগের জন্য কমপ্লেইন না করে নিজের সামর্থ্য বাড়ান। সামর্থ্যকে সুযোগের চাইতে বড় করে তোলেন। তাইলে, সুযোগ আপনা আপনিই চলে আসবে।

.

আপনি যেটাই করতে চান না কোনো। যে স্বপ্নই দেখেন না কোনো। কোন কিছুই সহজ না। কোন কিছু চাইলেই ফ্রি ফ্রি পেয়ে যাবেন না। কারণ, ইটস হার্ড। ইটস টাফ। ইটস রিয়েল ওয়ার্ল্ড। সেজন্যই আপনার আশেপাশের কেউই কঠিন রাস্তায় নামতে চায় না। নিজেদেরকে কমফোর্ট জোনের বাইরে নিয়ে যেতে চায় না। পহেলা বৈশাখ, বিজয় দিবসে ঘুরে বেড়ানো সহজ বলেই, লাখো লাখো মানুষ ঘুরে বেড়ায়। আড্ডা দেয়, সেলফি তোলে। অল্প কিছু মানুষ, যারা নিজেদেরকে কমফোর্ট জোনের বাইরে নিয়ে যেতে চায়। নিজেদেরকে চ্যালেঞ্জ করতে চায়। ডিফারেন্ট কিছু করতে চায়। তারাই ঘুরাফেরা বাদ দিয়ে পহেলা বৈশাখের মঞ্চে উঠে দাড়ায়। গলা ছেড়ে গান গাইতে চায়। প্রাণ খুলে নাচতে চায়। এই গান গাওয়া, নাচতে চাওয়া, পারফর্ম করা, পহেলা বৈশাখের আগের দিন চাইলে হবে না। ফসল ঘরে তুলতে হলে, মৌসুমের শুরুতেই বীজ বুনতে হবে। জীবনে স্পেশাল কিছু হইতে চাইলে, ড্রিম ফুলফিল করতে চাইলে, স্টুডেন্ট লাইফেই স্বপ্নের গোড়াপত্তন করতে হবে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস সেই স্বপ্নের পিছনে চেষ্টা করতে হবে। প্যাশন টাকে পিছনের পকেটে লুকিয়ে না রেখে, সামনে এনে পরিচর্যা করতে হবে। তাইলেই প্যাশনের গাছ এক দিন ফল দিবে। অন্যথায় অনুর্বর জমি হিসেবে অবহেলিত থাকতে হবে সারাটা জীবন।

.

আপনি হিমালয় থেকে উৎপত্তি হয়ে আসছেন নাকি ঢাকার ড্রেনে ভেসে বেড়াচ্ছেন - বড় কথা না। বড় কথা হচ্ছে- আপনি টার্গেট ঠিক রেখে স্টেপ বাই স্টেপ চেষ্টার চেইন চালু রাখতে পারতেছেন কিনা। সাহস আর চেষ্টার সম্মিলন ঘটাতে পারলে, শত শত মাইল পাড়ি দিয়ে বঙ্গোপসাগরের বুকে আপনিও আনন্দে ভেসে বেড়াতে পারবেন।

**আর্ট অফ আতলামি- ৬ October 23, 2015**

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10153035091851891>)

স্টুডেন্ট লাইফের সবচেয়ে উপভোগ্য জিনিস হচ্ছে আড্ডা। আবার স্টুডেন্ট লাইফের সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক জিনিসও আড্ডা। এই আড্ডা আপনার জীবনকে বর্ণিল করে দিতে পারে। গল্প, মাস্তি, পচানি দিয়ে আপনার স্টুডেন্ট লাইফের প্রতিটা মুহূর্তকে উজ্জ্বল তারায় ভরে দিতে পারে। আবার এই আড্ডাই আপনাকে সিগারেট, গাজা, নেশাখোর বানিয়ে দিতে পারে। ঘন্টার পর ঘন্টা আড্ডায় বসে বসে জীবনে বিশাল কিছু হবার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করতে পারেন। আবার আড্ডাই আপনাকে তাস-খোর, জুয়াড়ি, ভিডিও গেমস এডিক্টেড বানায় ফেলতে পারে।

.

স্টুডেন্ট লাইফ পার করতে হলে আপনাকে আড্ডাবাজি করতেই হবে। হলে বা মেসে থাকলে আড্ডা-গিরি জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠবে। সারাদিনের ক্লান্তি কিংবা পড়তে পড়তে বোরর্ড হয়ে গেলে আশেপাশের রুমে উকি মেরে দশ মিনিটের আড্ডা মেরে ফ্রেশ হওয়া যেতে পারে। তবে আড্ডায় ডুবে গিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দেয়া যাবে না। রাতভর চলতে থাকা আজাইরা যুক্তি তর্কের বেড়াজালে আটকা পড়া যাবে না। টায়ার্ডনেস কেটে গেলে বাথরুমের কথা বলে উঠে আসতে হবে। তবে সবচেয়ে খারাপ অবস্থা হয় যখন আড্ডা আপনার রুমে জমতে চায়। আড্ডা গোড়াপত্তন করার আগেই, ধূলিসাৎ করতে হবে। কারণ আড্ডাকে ডিসট্রাকট করতে না পারলে, আড্ডা আপনার কাজের প্ল্যানকে ডিসস্ট্রাকড করে দিবে। তাই সমাধান হিসেবে- খিধা লাগছে, নীচে যাবো খাইতে, গোসল করতে হবে, ফটোকপি করতে যাবো, স্যারের সাথে দেখা করতে যাবো বলে উঠে যেতে হবে। তবে তাড়িয়ে দেয়ার সবচেয়ে এফেক্টিভ সিস্টেম হচ্ছে- পাশের হলে শাকিলের কাছে যেতে হবে টাকা ধার চাইতে। তোর কাছে হাজার তিনেক টাকা হবে?

.

ছোট খাটো ২০-২৫ মিনিটের দুই তিনটা ডিসস্ট্রাকশন আপনার সারাদিনের প্ল্যানটাকে গুলিয়ে ফেলার জন্য যথেষ্ট। কারণ একবার মনোযোগ অন্য দিকে ঘুরে গেলে সেখান থেকে মনোযোগ দুই-তিন ঘন্টায়ও ফেরৎ আনা যায় না। বেশির ভাগ সময় আমরা আসল কাজের কথাই ভুলে যাই। তাই যে কাজগুলি ডিসস্ট্রাক করে, তাদের একটা একটা করে কন্ট্রোল করতে হবে। দরকার হলে- তিন ঘন্টা ফোন বন্ধ করে রাখেন, ফেইসবুক একদিন ডিএক্টিভ করে রাখেন, স্ন্যাপচ্যাট, ভাইবার সবকিছুইতেই থাকতে হবে এমন কোন কথা নেই। প্রয়োজনে একটা ট্যুর মিস করেন, একটা পার্টিতে অনুপস্থিত থাকেন। কেউ ফ্রি খাওয়াবে বলেই লাফাইয়া চলে যাওয়া আগে চিন্তা করে দেখেন- খাইতে, যাইতে, আসতে মোট যে পরিমাণ টাইম লস হবে, ফ্রি খেয়ে সেই পরিমাণ লাভ হবে কিনা। দরকার হলে, রুমের বাইরে তালা দিয়ে ভিতরে বসে বসে কাজ করেন। যেটা করতে চাচ্ছেন, যতটুকু পড়ে শেষ করতে চাচ্ছেন, ততটুকু পড়ে শেষ করেন। চেষ্টা করেন। খেটে খেটে মরেন।

.

তবে আপনার স্পেশাল কয়েকজন ফ্রেন্ড থাকলে, যারা প্রতি মঙ্গলবার রাত দশটার পর শেরেবাংলা হলের ৪০৬ নম্বর রুমে ইংলিশ আড্ডার আয়োজন করলে। সেখানে ইংরেজিতে কথা বলার প্রাকটিসের পাশাপাশি সিভি বানানোর উপায়, উচ্চারণের উৎপত্তি, দেশ বিদেশের হিস্ট্রি নিয়ে ইংরেজিতে আড্ডার আয়োজন করা হইলে, সেই আড্ডার এক সেকেন্ডও মিস করা যাবে না।

**July 22, 2015** (<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152868955606891>)

আজকে আপনি কতটুকু সুখী হবেন, সেটা আগের দিন রাত্রে আপনার ঘুম কত ভালো হইছে তার উপর নির্ভর করবে। খেয়াল করে দেখবেন, কোনদিন দুই-তিন ঘন্টা ঘুম কম হইলে পরেরদিন দুপুর থেকেই মেজাজ খিটমিট করতে থাকে, কাজে মনোযোগ আসে না এবং বিকেলের মধ্যেই মাথা ধরে যায়। কায়িক পরিশ্রম করে, দিন-মজুর লোকটা আরামের ঘুম দিয়ে সারাদিন খোশ মেজাজে থাকে। আর এসি রুমে আয়েশে বসে ভালো ভালো খাবার খেয়ে, পয়সাওয়ালারা ঘুমের ট্যাবলেটের পিছনে ছোটে।

.

আরেকটা জিনিস হচ্ছে, সুখী হবার সাথে সেটিসফেকশন বা সন্তুষ্টির সম্পর্ক আছে, টাকা-পয়সা গাড়ি-বাড়ির সম্পর্ক নাই। অথচ আমরা সবাই ভাবি, নিজের একটা বাড়ি হইলে, মাল্টিন্যাশনালে একটা চাকরি হইলে জীবনে খালি সুখ আর সুখ। হ্যাঁ, বাড়ি-গাড়ি হইলে কয়েকদিনের জন্য সুখ আসবে। কিন্তু সেটা টিকবে না। ধরেন, আপনি দশ লাখ টাকা পেয়ে গেলেন বা একটা বাড়ি কিনে ফেললেন। প্রথম কয়েকদিন হ্যাপি হ্যাপি ফিলিংস আসলেও কয়দিন পরে আপনার সুখ আগের লেভেলে ফিরে যাবে। বাড়ি থাকাটা আপনার কাছে একটা নরমাল ব্যাপার হয়ে যাবে। আর বাথরুমের লাইট ঘন ঘন ফিউজ হইলে, গাড়ির বডিতে রিক্সাওয়ালা ডলা দিলে, সুখ আগের লেভেল থেকে কমে অসুখীর পর্যায়ে চলে যাবে।

.

সুখী মানুষেরা সম্পদের পিছনে না ছুটে, সম্পর্কের পিছনে ছুটে। ছেলে-মেয়ে, পরিবার-পরিজন, বন্ধু-বান্ধবদের সাথে মিলেমিশে জীবন উপভোগ করে। তারা জানে, চাওয়া পাওয়ার মাঝে গ্যাপ যত কম হবে, জীবনে সুখের পরিমাণ তত বেশি হবে। সম্পদ যত কম থাকবে, ঝামেলা তত কম হবে। আর টাকা-পয়সা, প্রভাব-প্রতিপত্তির পিছনে ছুটতে গিয়ে পরিবার-পরিজনের কথা ভুলে গেলে, কয়দিন পরে দেখা যাবে, নিত্য নতুন গাড়ি দিয়ে বউ অন্য কারো সাথে মার্কেটিং করতে সিঙ্গাপুর গেছে, আনলিমিটেড রিচার্জ পেয়ে ছেলেমেয়ে ইয়াবা টানছে।

.

সুখে শান্তিতে বাচতে হইলে, জীবন উপভোগ করতে হইলে, পরিবার আর পার্সোনাল গোলের মধ্যে ব্যালেন্স রাখতে হবে। তাইলেই সফলতা আর সুখ মিলে মিশে যাবে আপনার জীবনে।

January 29, 2015

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152510556816891>)

আমার দুই ডজন খুচরা সমস্যা

১. রিক্সাওয়ালা বা কাউরে বামে যাইতে হইলে কেনো জানি বলে বসি, ডানে যাও। আরে ডানে, ডানে যাও। তারপর বিরক্ত হয়ে, তুমারে না বললাম ডানে যাইতে। সে মাথা ঘুরিয়ে, আমিতো ডানেই যাচ্ছি। তখন নিজের ভুলের লজ্জা সামলিয়ে, ও তাইলে বামে যাও।   
২. বুঝে, না বুঝেই, "you too" বলে দেই। যেখানে you too বলা একদমই যুতসই না। যেমন, কেউ যদি বলে, "great presentation", কথার টানে টানে, ভুল করে, মুখ দিয়ে বের হয়ে যায়, you too.  
৩. পরীক্ষার বা ইন্টারভিউ বা প্রেজেন্টেশনের আগে আগে নার্ভাস হয়ে, খালি বাথরুম চাপে। বাথরুম করার কিচ্ছু নাই। তাও চাপে।  
৪. ইন্টারভিউ বা মিটিং এ কারো মুখের দিকে বা চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে পারি না। আর ম্যাডাম বা সুন্দরী কেউ হইলে তো কথাই নাই।   
.  
.  
৫. কোন ফ্রেন্ডের মন খারাপ হইলে কি বলতে হবে, তা খুঁজে পাই না। ম্যাক্সিমাম টাইমে ভালো কিছু বলতে গিয়ে, এমন কিছু বলে বসি, সে আরো ক্ষেপে আমারে উল্টা বকাঝকা করতে থাকে। আর কোন মেয়ে হইলে, হুট করে ফোন কেটে দেয়।   
৬. সিরিয়াস প্রেজেন্টেশনে বা পরীক্ষার হলে, হুট করে কোন ওয়ার্ড মনে পড়ে না। পড়ে না তো, পড়ে ই না।   
৭. তিনজন ফ্রেন্ড এক সাথে রাস্তায় হাটতেছি। দেখা গেলো দুইজন কথা বলতে বলতে সামনে চলে গেলো। আর আমি পিছনে পড়ে গেলাম। আর যদি কোন মেয়ে ফ্রেন্ডের সাথে হাটি। দেখা যায়, মেয়ে ফ্রেন্ডকে পিছনে ফেলে সামনে চলে গেছি। অথবা তাকে রাস্তার এক সাইডে ফেলে, আমি রাস্তা ক্রস করে ফেলছি। এক ফ্রেন্ড ক্ষেপে বলছে, বৌয়ের থাতানি খাবি। আমি বলেছিলাম, কাশ।   
৮. কোন আড্ডায় দেখা গেছে, আমি একটা টপিক নিয়ে কথা বলা শুরু করছি। একটু পরে, অন্য আরেকজন মুখের কথা কেড়ে নিয়ে, সে ওই টপিকের উপর আড্ডা জমায় ফেলছে, আমি কেবলাকান্তের মতো বসে থাকি।   
.  
.  
৯. বিয়ের বাড়িতে বা দাওয়াতে খাইতে বসলে, আমার এক সাইডে এক টপিক নিয়ে আড্ডা চলে। অন্য সাইডে আরেক টপিক। আমি কিচ্ছুক্ষণ এইপাশেরটা শুনি, একটু পরে অন্য সাইডেরটা। কিন্তু কোনটাতেই ঠিকমতো পার্টিসিপেট করতে পারি না।   
১০. প্রায়ই দেখা যায়, কেউ একজন জোকস বলছে, আমি কিচ্ছু বুঝি নাই। তাও সবাই হাসে দেখে আমিও হাসি।   
১১. আম্রিকায়, রেস্টুরেন্টে, খাবারের অর্ডার দিতে গেলে, আমি খাবারের নাম বল্লে, ওরা বুঝতে পারে না। তাই হয়, মেনুর নামের সাথে যে নাম্বার আছে, সেটা বলি অথবা আঙ্গুল দিয়ে দেখায় দেই। যা বাপ, এইবার নিজে পড়ে বুঝে না।   
১২. চিকন রাস্তার মধ্যে কারো সাথে ক্রস করতে গেলে, মাঝে মধ্যে দেখা যায়। আমি ডাইনে দিয়ে যেতে চাচ্ছি, সেও ডাইনে দিয়ে যেতে চাচ্ছে। আবার আমিও বামে দিয়ে যেতে চাচ্ছি, সেও বামে দিয়ে যেতে চাচ্ছে। দুইতিনবার এই রকম সমস্যা হয়।   
.  
.  
১৩. মেয়েদের সাথে হ্যান্ডসেক করতে গেলে একটা সমস্যা হয়। হ্যান্ডসেক করবে কি করবে না বুঝে উঠতে পারি না। তাই, অপেক্ষা করি, সে যদি হাত বাড়ায় তারপর আমি নিজের হাত বাড়াই। নচেৎ লজ্জায় পড়ার চান্স থাকে।   
১৪. দরজা ভিতেরের দিকে ধাক্কা দিয়ে ঢুকবো, নাকি বাইরের দিকে টেনে ভিতরে ঢুকবো। অনেক সময় পুশ লেখা থাকলেও ভুল করে ফেলি। ওই মুহুর্তে কেনো জানি, পুশ পুলের মিনিং মাথায় আসে না।   
১৫. "use the other door" লেখা থাকলেও কেনো জানি ওই দরজায় টান দিয়ে দেই। খোলার জন্য।   
১৬. ট্রেন বা বাসে করে কোথাও যাওয়ার পথে, মোবাইলে চ্যাট বা মেসেজ আদান-প্রদান করতে বা বই পড়তে, হুট করে মুচকি হেসে উঠলে। আশেপাশে দেখি কেউ আমার দিকে তাকায় আছে কিনা।  
.  
.  
১৭. বড় শপিং মলে, একটা গ্রুপের সাথে, স্পেশালি মেয়ে আছে এমন গ্রুপের সাথে দেখা যায়, এই দোকানে একবার, এইখান থেকে বের হয়ে অন্য দোকানে গেলে আরেকবার। এইভাবে কয়েকবার ক্রসিং এবং চোখাচোখি হওয়ার পর, মনে হয় এই বুঝি, লেগে গেলো। বা মনে হয় আগে কোথায় যেনো দেখছি। সব সুন্দরী মেয়েই দেখতে কারো না কারো মতো।   
১৮. আমার আরেকটা সমস্যা হয়। আমি উত্তর দক্ষিন চিনি না। শুধুমাত্র ঠিক থাকে, আমার বাসায় আর বুয়েটের হলে। এমনকি বুয়েটের হল থেকে পলাশীর মোড়ে গেলে, আমার মনে হইতো সূর্য উত্তর দিকে ডুবতেছে।   
১৯. আমাকে যদি দুইটা জিনিস আনতে বাজারে বা দোকানে পাঠাতো। আমি একটা না একটা ভুল জিনিস আনতামই।   
২০. আবার বাসা থেকে বের হওয়ার সময় যদি দুই-তিনটা জিনিস নিয়ে বের হওয়া উচিত হয়। আমি একটা না একটা ফালায় যাবোই যাবো। এই জন্য দেখা যায় আগের দিন রাত্রে ঘুচিয়ে ব্যাগের মধ্যে জিনিস ঢুকায় রাখি। তারপরেও দেখা যায়, সকালে বের হবার সময়, ব্যাগের ভিতরে কোন একটা জিনিস দেখে বলি, আরে এইটা ব্যাগের মধ্যে ক্যান। পরে জায়গামতো গিয়ে খেয়াল হয়।   
.  
.  
২১. প্রায়ই লোকজন বলে ,তুমি আমার খালাতো ভাইয়ের ফ্রেন্ডের মতো দেখতে। বা অমুকের তমুকের মতো দেখতে। জীবনেও সেই আমার মতো দেখতে লোকরে দেখি নাই। খালি শুনেই গেলাম।   
২২. ফ্লাস ড্রাইভ বা প্যান ড্রাইভ যত চেষ্টা করি না কোন, প্রথমবার সবসময়ই উল্টা ভাবে ঢুকানোর চেষ্টা করি। এইটা অনেকেরই হয়।   
২৩. সুন্দরী কোন আপু বা বিশাল বস টাইপের কেউ থাকলে, একটু পরে আর গল্প করার কোন টপিক খুঁজে পাই না।   
২৪. নিজেই নিজের সাথে কথা বলছি এমন সময় কেউ একজন রুমে ঢুকলো বা বাইর দিয়ে গেলো। তখন নিজের কথাটার সাথে এমনভাবে পরের লাইন, সুরে সুরে টান দেই, যাতে ওই লোক মনে করে, আমি আসলে গান গাইতেছি।

January 25, 2015

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152504005766891>)

অফিসের একটু বড় বস, সুন্দরী ক্লাসমেট, এলাকার বড় ভাই, এমনকি স্টুডেন্টের বড়বোন, কেউই আপনার কথায় কান দেয় না। আপনার আইডিয়া ফু মেরে উড়াইয়া দেয়। কারণ, It doesn't matter what you say rather it matters how you say. আপনার আইডিয়া বা সাজেশন উষ্ঠা খায়। কারণ -   
.  
.  
১. আপনি কি বলতে চাচ্ছেন, কেনো বলতে চাচ্ছেন সেটার জন্য, এক লাইনের ক্লিয়ার-কাট অবজেক্টিভ ঠিক না করেই, এটেনশন নিয়ে বক বক করতে গিয়ে তালগোল পাকিয়ে ফেলেন।  
.  
.  
২. যার কাছ থেকে কিছু পেতে চাইতেছেন তার সম্পর্কে বিশদ জানতে, সম্ভব হলে, সুইংগাম দিয়ে, চা খাইয়ে, ক্লাসনোট্ ফটোকপি করে বা মিউচুয়াল ফ্রেন্ডদের কাছ থেকে খোজ খবর নিয়ে, তার পার্সোনালিটি বুঝতে যথেষ্ট সময় দেননি। কখনো চিন্তা করে দেখেননি তাকে কব্জা করতে হলে, বল কোন জায়গায় ফেলতে হবে। কোন এঙ্গেলে শুরু করতে হবে। আগে থেকে ভেবে নেননি, ইমোশনালী, নাকি লজিক্যালি, নাকি ভয় লাগায়া বা মূলা ঝুলায়া, কিংবা জোকসের স্টাইলে বাটে ফেলানো সহজ হবে।   
.  
.  
৩. সবচেয়ে বাজে হয়, যখন সে রাজি হয়ে জিগ্যেস করে, তাকে কি করতে হবে। আর আপনি আমতা আমতা করে নেক্সট একশন আইটেম বলতে পারেন না। দুইদিন পরে দেখা যায় উনি ভুলে গেছে বা বেমালুম অস্বীকার করতেছে।  
.  
.  
হাই প্রোফাইলের লোকজনের সাথে কথা বলার চান্স কিন্তু প্রতিদিন পাবেন না। তাই গুবলেট পাকিয়ে সুযোগ নষ্ট করবেন না। সো, আইডিয়া বা কোন দাবী বা চাওয়া পাওয়া আদায় করতে হলে, প্রথমেই ঠিক করে নিতে হবে, এক লাইনের একটা ক্লিয়ার-কাট অবজেক্টিভ বা উদ্দেশ্য। তারপরে, লিজিক্যালি, না ইমোশনালী পটানো লাগবে, সেটার একটা হালকা স্ট্রাটেজি। আর লাস্টে থাকবে পরবর্তী একশন আইটেম। আর যদি কোন কারণে এখন রাজি না হয়, তবে ব্যাকআপ প্ল্যান হিসেবে অন্য কিছু বা ভবিষ্যতের জন্য কমিটমেন্ট নিয়ে রাখতে হবে। কারণ এমন সুযোগ প্রতিদিন পাবেন না। এই পুরো কাজটি ৩০ সেকেন্ডের মধ্যে করতে হবে। কোন অবস্থাতেই ৩০ সেকেন্ডের বেশি টাইম নিবেন না। কারণ, তারপরে, আপনার কথার দিকে, তাদের এটেনশন থাকে না। ৩০ সেকেন্ড কিন্তু অনেক লম্বা সময়। ম্যাক্সিমাম টিভির বিজ্ঞাপন বা নিউজ স্টোরি কিন্তু ৩০ সেকেন্ডের মধ্যে হয়। দরকার হইলে, কাগজে লিখে, আগে প্রাকটিস করে, অবজেক্টিভ, এপ্রোচ এবং একশন আইটেম সেট করবেন।   
.  
.  
আপনার আইডিয়া বা ডিমান্ড ৩০ সেকেন্ডে বলার প্রিপারেশন নেয়াটা কঠিন না। কঠিন হচ্ছে এই সিম্পল প্রসেসটা দরকারের সময় খেয়াল করে এপ্লাই করা। তাই নেক্সট টাইমে প্রমোশন বা স্যালারি বাড়ানো বা বিদেশ ট্যুর বা নতুন ল্যাপটপ বা সুন্দরী কলিগরে লাঞ্চে খাওয়াতে নিয়ে যাওয়ার কথাটা, প্রিপারেশন নিয়ে ৩০ সেকেন্ডের মধ্যে বলবেন। নাইলে কিন্তু অন্য কোন এমবিএ আপনার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে, গুছিয়ে বলে, সে বাহাবা পাবে এবং প্রমোশনের কলা খাবে। আর আপনি গাধার মত সারাজীবন আঙ্গুল চুষতে চুষতে ভুলে যাবেন - you don't get what you deserve . you get what you negotiate.

December 26, 2014

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152427561936891>)

আর্ট অফ আতলামী (পার্ট-৫)  
হাউ টু রাইট এ রিপোর্ট

একজিকিউটিভ সামারি:  
রিপোর্ট কি নিয়ে সেটার আইডিয়া থাকলেও, অনেক সময় দেখা যায় কোথা থেকে শুরু করবো বুঝে উঠতে পারি না। সেক্ষেত্রে, রিপোর্টে কি কি পার্ট বা মেইন পয়েন্ট থাকবে সেটার সিম্পল একটা লিস্ট লিখতে শুরু করেন। তারপর কোন একটা পয়েন্টের ডিটেল লিখতে শুরু করেন। আর বস বা প্রফেসর মুখের উপ্রে রিপোর্ট ছুড়ে মারলে, কি করতে হয় সেটা জানতে, হয় শেষের দুই প্যারা পড়েন, নয় পেরা খান।   
.  
.  
রিপোর্ট, থিসিস বা থিসিসের একটা চ্যাপ্টার, ব্লগ, গল্প, দানবীয় সাইজ স্ট্যাটাস বা প্রেজেন্টেশন আইডিয়া থাকলেও কোথা থেকে কিভাবে শুরু করবো সেটা কোনভাবেই বুঝতে না পারা একটা জাতীয় সমস্যা। সেই সব ক্ষেত্রে আমি, একটা লিস্ট বানাতে শুরু করি। জাস্ট বুলেট পয়েন্ট। খুব হাই লেভেলে, কি কি এরিয়া বা টপিক টাচ করা লাগবে সেটার পয়েন্টগুলা দিয়ে একটা সিম্পল লিস্ট লিখতে থাকি। যা মনে আসে তাই। খুব চিন্তা ভাবনা করার কিচ্ছু নাই। কোনটা বেশি বা কোনটা কম ইম্পর্টান্ট, সেটা নিয়ে ভাবার দরকার নাই। জাস্ট লিখতে থাকেন। রিপোর্ট বা প্রেজেন্টেশন শেষ না হওয়ার আগ পর্যন্ত এই লিস্টটা থাকবে একদম রিপোর্টের শুরুতে।   
.  
.  
ম্যাক্সিমাম টাইমে, মোটামুটি কয়েকটা পয়েন্ট লিখা হইলেই, কোন একটা পয়েন্ট নিয়ে বিস্তারিত লিখা শুরু করি। সেটাও যা মনে আসতেছে তা। সেন্টেন্স মেকিং, গ্রামার বা কোন লাইনের পর কোন লাইন আসবে সেটা নিয়ে চিন্তা করার দরকার নাই। খালি পাতা ভরলেই আমি খুশি। এই বিস্তারিত প্যারাগ্রাফটা রিপোর্টের বা প্রেজেন্টেশনের প্রথমে, না মাঝে, না শেষে যাবে, সেটা নিয়ে চিন্তা করার দরকার নাই। জাস্ট লিখে যান। একটা পয়েন্ট নিয়ে বিস্তারিত লেখা শেষ হয়ে গেলে আমি লিস্টে গিয়ে সেই পয়েন্টের কালার ধূসর করে দেই। কিন্তু পয়েন্টটা ডিলিট করে দেই না। তাইলে পরবর্তীতে আপনি বুঝতে পারবেন কতগুলা পয়েন্ট লিখা হইছে আর কতগুলা বাকি। কোন একটা জিনিস বিস্তারিত লিখতে গেলে যদি আরও দুইটা পয়েন্ট মনে আসে, আগের লিস্টের সাথে এই নতুন দুইটা পয়েন্ট যোগ করে দেন।   
.  
.  
লিস্টের কোনো একটা পয়েন্ট নিয়ে বিস্তারিত লিখতে ইচ্ছা না করলে বা মাথায় কিচ্ছু না আসলে, অন্য আরেকটা নিয়ে শুরু করেন। অথবা একটা ব্রেক নেন। পাঁচ মিনিটের বাথরুম ব্রেক বা দশ মিনিটের রাস্তায় চক্কর কিংবা টঙ্গের দোকানে ছোলা মুড়ি খাওয়ার ব্রেক (চা-সিগারেট খাওয়ার কথা বলিনি কিন্তু)। এই ব্রেকের সময় ফুটবল খেলা, ফেইসবুকে চ্যাট, ফোনে আজাইরা প্যাঁচাল বা কাউরে এড রিকোয়েস্ট সেন্ড করা যাবে না। ব্রেকের সময় রিপোর্ট নিয়ে ভাবতে হবে। যেটা ভাবা দরকার সেটা নিয়ে মাথায় কিছু না আসলে, পরের পয়েন্ট নিয়ে ভাবেন।  
.  
.  
মাঝে মাঝে দেখা যায়, গিট্টু পেকে গেছে আর ছুটাইতে পারতেছেন না। এইসব ক্ষেত্রে প্রবলেমটা অন্য কারো কাছে এক্সপ্লেইন করার চেষ্টা করেন। এমনকি আপনার আম্মুর কাছে বা নিজে নিজেই জোরে জোরে পড়তে থাকেন। প্রবলেমটা এক্সপ্লেইন করতে গেলে, হুট করে মাথায় সল্যুশন চলে আসবে। তাছাড়া সিনিয়র কোন কলিগ, অন্য ডিপার্টমেন্টের টিচার, অনলাইন ফোরাম, stackoverflow (প্রোগ্রামিং প্রবলেম এর জন্য) বা এই টাইপের জিনিস নিয়ে যে কাজ করছে তারে খুঁজে বের করে। একটু রিলাক্স করে আবার শুরু করতে পারেন। লক্ষ্য টাকে মডিফাই বা ছোট করে, ছোট অংশটুকু সলভ করার চেষ্টা করেন আগে। কোনভাবেই গিট্টু খুলতে না পারলে, এইটা আপাতত বন্ধ রেখে, পরের অংশের জন্য চেষ্টা করেন। বা অনেক সময় কি রেজাল্ট এক্সপেক্ট করতেছেন সেটা থেকে, উল্টা পথে হাটা শুরু করলে, সমাধানের রাস্তা খুঁজে পাওয়া যায়।   
.  
.  
আপনার বুলেট পয়েন্ট বা লিস্টের দুই-তৃতীয়াংশ শেষ হইলে, লেখা বা প্রেজেন্টেশন টাকে অর্গানাইজ করতে শুরু করেন। অর্গানাইজ করার সময় খেয়াল রাখতে হবে একটা ফ্লো ডেভেলপ করতে হবে। সিনেমার মতো স্টোরি ফ্লো হচ্ছে কিনা। একটু পড়ার পর, বাকি অংশ পড়তে ইন্টারেস্ট তৈরী করতে হবে। স্টোরি বা রিপোর্টের টাইটেল, ই-মেইলের সাবজেক্টের মতো খুবই ইম্পর্টান্ট ৫০% লোক এই টাইটেল পড়ে ভালো না লাগলে, রিপোর্ট পড়বে না। তারপর দিতে হবে অ্যাবস্ট্রাক্ট বা একজিকিউটিভ সামারি, যাতে বস টাইপ লোকেরা অল্প সময়েই রিপোর্টের আসল জিনিস বুঝতে পারে।   
.  
.  
আবার দেখা যায়, আপনার সাধের রিপোর্টের বদনখানি দেখে বসের মাথায় আগুন ধরে গেছে। একেবারে মুখের উপ্রে ছুড়ে ফালায় দিছে। রুম থেকে বের করে দিছে। এখন কি করবেন? রিপোর্ট ছুড়ে ফেলার আগে যেসব গালি দিছে, সেগুলা কিন্তু অনেক ইম্পর্টান্ট। সেগুলা কারেক্ট করতে হবে। সেইফে থাকার জন্য, টিমের সিনিয়র মেম্বার বা বসের সবচেয়ে বড় তেলবাজের কাছ থেকে ফিডব্যাক নিতে পারেন। অনেক সময় দেখা যায়, বস বৌয়ের ঝাড়ি খেয়ে আসছে, সেই ঝাড়ি এর ঝাল আপনার উপর ঝাড়ছে। চাল্লু পোলাপান, কভার পেইজ চেঞ্জ করে জমা দিলে, একই রিপোর্টরে বস বলে, ওয়াও।  
.  
.  
তবে রিপোর্ট শুরু করার আগে একটু আউটলাইন, মেইন রেজাল্ট এবং কি কি জিনিস মূলে থাকবে সেটা নিয়ে বস বা প্রফেসরের সাথে একটা দুইটা ডিসকাশন করেন। বসের কাছ থেকে পুরাতন রিপোর্ট বা আগে পাশ করে যাওয়া স্টুডেন্টদের থিসিস পেপার নেন। একটা চ্যাপ্টার বা অর্ধেক কাজ শেষ হইলে সেটা রিভিউ করান। ফাইনাল রিপোর্ট জমা দেয়ার আগে ড্রাফট জমা দিয়ে ফিডব্যাক নেন। বা ডেমো প্রেজেন্টেশন দ্যান। ইংরেজি ভালো জানে এমন কাউকে দিয়ে গ্রামার কারেকশন করেন। সেই পবিত্র উদ্দেশ্যে কোন ইংলিশ মিডিয়ামের সুন্দরী মেয়েকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠাতে পিছপা হবেন না।   
.  
.  
এখন ভাবতেছেন, এইগুলা তো সবাই জানে, এইগুলা নিয়ে স্ট্যাটাস দেবার কি আছে। উত্তর হচ্ছে, যা ব্যাটা রিপোর্ট লেখ, ফেইসবুকে আসতে তোরে কে কইসে

November 24, 2014

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152368746646891>)

প্রিয়জন অন্য কারো প্রিয় হয়ে গেলে, ফ্যামিলি থেকে দুরে যাওয়া লাগলে   
বন্ধুরা সব পাশ করে ফেল্লে, বা অচেনা কোন শহরে গেলে, আপনি নিসঙ্গ হয়ে যান।   
এই নিসঙ্গতার ফার্স্ট স্টেপই আমরা হাত পা ছেড়ে দিয়ে হা হুতাশ করি   
কয়েকদিন যাওয়ার পর লোনলি ফিল করি, ধীরে ধীরে ডিপ্রেশনে তৈরী করি   
কাছের মানুষদের সাথে দূরত্ব আরো বেড়ে, যোগাযোগের তারগুলো লুজ হয় যায়।   
ফেইসবুকে ঢুকি, মাইনসের কিছু স্টেটাস স্ক্রল করে, আবার বের হয়ে যাই।   
ইন্টারাকশন আস্তে আস্তে কমিয়ে নিজেকে ঘুটিয়ে ফেলি।   
শেষমেষ ঘোষণা দেই, নো বডি কেয়ারস এবাউট মি, আই এম সো লোনলি।

---

উল্টা ভাবে দেখলে, আপনার একটা সিচুয়েশন হইছে, যখন কেউ ডিস্টার্ব করবে না  
আপনার এই নিসঙ্গতা, আপনার জন্য একটা মোক্ষম সুযোগ   
জীবনের অপূর্ণ সখ গুলো টেনে ধরার, নিজেকে কোনো কিছুর এক্সপার্ট বানানোর

---

ফেয়ার এন্ড লাভলী এর একটা এড ছিলো, একজন ধারাভাষ্যকার হতে চায়।   
বাসায় বসে বসে টিভির সামনে সে একটানা খেলার ধারা বিবরণী দিতে থাকলো   
একজন কে তার গুরু হিসেবে ঠিক করলো, তাকে কপি করা লাগলো   
এইভাবে একদিন দুই দিন, এক মাস দুই মাস যেতে যেতে যেতে   
স্টেপ বাই স্টেপ আগাতে আগাতে একটা স্কিল তৈরী করে ফেলছে   
স্কিল বা ট্যালেন্ট যখন ডেভেলপ হয়ে যাবে, তখন আর ঠেকানোর কেউ নাই

---

সো, অফিস বা ক্লাস থেকে বাসায় ফেরার পর   
বসে বসে দাত দিয়ে নখ কেটে কেটে বোরর্ড না হয়ে, ডিসাইড করেন   
গীটার, গায়ক, নায়ক, DJ, RJ, ফটোগ্রাফার, হেনোতেনো যাই হতে চান না কেনো   
তারপর শুরু করেন একটা মিশন। ফুল মিশনটাকে মিনি মিনি অংশে ভাগ করেন।   
প্রত্যেকভাগে সর্বমোট ২০ ঘন্টা ব্যয় করবেন ঠিক করেন।   
সলিড ২০ ঘন্টা। একটানা না। গ্যাপ গুপ দিয়ে করবেন।   
তবে মোটামুটি ২০ ঘন্টা ব্যয় করতে পারলে,  
কোন একটা খুচরা জিনিসে আপনি পুচকা টাইপের এক্সপার্ট হবেন   
এরাম কতগুলা পুচকা স্কিল একসাথ করলে আপনি বস লেভেলের হয়ে যাবেন।   
প্রমিজ।

---

আপনাকে যদি টেককেয়ার বা খোজখবর নেবার কেউ না থাকে,   
তাইলে কয়েক জনের কাছ থেকে টাকা ধার নেন

হতাশ হবেন না যে - আপনার সব প্রার্থনা গডের স্প্যাম ফোল্ডারে চলে গেছে   
টানা সাধনার উপর থাকলে, আপনার প্রার্থনা "নট স্প্যাম" হিসেবে মার্ক করা হবে   
জাস্ট ঐটুক পর্যন্ত টেনে নিয়ে যান।   
তারপর দেখবেন ডাইরেক্ট রিপ্লাই পাবেন। অটোমেটিক রিপ্লাইয়ের ও আগে।

November 21, 2014

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152363622431891>)

আর্ট অফ আতলামী (পার্ট - ৪)  
হাউ টু প্রিপার ফর এক্সাম

সেইভ করা আর চুল কাটা কমায় দেন, যাতে সবাই বুঝতে পারে আপনার পরীক্ষার সিজন চলতাছে। কোথাও ট্যুর, ম্যারাথন মুভি বা গেমস অফ থ্রোন, ফিফা ২০১৪, রাত্রে এক কাপের পরিবর্তে চার কাপ চা-কফি, "মন বসে না পড়ার টেবিলে" সিনেমার পোস্টার প্রোপিক মেরে মানসিক ভাবে প্রস্তুত হোন। ঘটা করে চার-পাচ জন টিচার ফাইটারের ক্লাসের নোট্ ফটোকপি করেন। এরে ওরে ফোন দিয়ে, গ্রুপ স্টাডির নামে আড্ডাবাজির জন্য, পোলাপান জোগার করার মিশনে নামেন।

প্রিপারেশন নেবার সময়ের, প্রথম ভাগ যাবে প্রোকাস্টিনেট করতে, দ্বিতীয় ভাগ প্ল্যান আর নোটপত্র জোগার করতে। শেষ ভাগ, হায় হায় কিচ্ছু পারি না, সম্মান জনক ফেল করতেও পারমু না স্টাইলে নাকি কান্না করতে। তারপর টেনে টুনে পরীক্ষার আগের রাত, না ঘুমিয়ে, সিলেবাসের ৯০% বাদ দিয়ে, কুপানোর স্বপ্ন দেখবেন। একবার এক ইঞ্জিনিয়ারের ছেলে, তার বাপরে জিগ্যেস করছে, "বাবা বাবা, দুনিয়ার সব বোমা, লাস্ট মোমেন্টে ডিফিউজ করে কেনো? আগে করতে পারেনা?" বাপ তো হতভম্ব, কি উত্তর দিবে। পাশে থেকে তার মা বলে উঠছে, তোর বাপেরে দেখস না, সারা বছর পড়ালেখার কোনো খবর নাই, খালি পরীক্ষার আগের দিন রাত্রে চোথা নিয়ে টানাটানি করলে, বুদ্ধিতো লাস্ট মোমেন্টেই গজাবে।

সারা বছর যত্ত ফাকিবাজি করেন না কেনো। পরীক্ষার আগের কয়েক দিন একটু সিস্টেমেটিক এপ্রোচে প্রিপারেশন নিলে পুরা সেমিস্টারের পাপ থেকে সহজেই রেহাই পেতে পারেন। সিলেবাস ঠিক মত জানেন না, ক্লাসটেস্টে কোনো মার্কস নাই, টেক্সট বই কি সেটাও জানেন না। প্যানিকড হবার কিচ্ছু নাই। ডোন্ট স্টাডি হার্ড, স্টাডি স্মার্ট।

---

১. ডিটেল প্ল্যান বানানো যাবে না। প্ল্যান জিন্দেগীতে এক্সিকিউট করতে পারেন নাই, এইবারও পারবেন না। বরং একটা সিম্পল আউটলাইন বানান। যদি পরীক্ষার বিশ দিন বাকি থাকে, ফার্স্ট পরীক্ষার জন্য কয়েকদিন বাকি রেখে, মাঝে দুই একদিন ব্যাকআপ রেখে, জাস্ট কোন সাবজেক্টে কয়দিন সময় দিবেন সেটা ঠিক করেন। কোন একটা সাবজেক্টে বেশি দূর আগাইতে না পারলে, ঐটা নিয়ে পড়ে থাকা যাবে না। অন্যটা শুরু করে দেন।

২. কোন সাবজেক্টে, ফার্স্ট খুঁজে বের করতে হবে, মিনিমাম কতুটুকু পড়লে, পরীক্ষায় যতগুলা প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে, সেগুলা দিতে পারবেন। এই মিনিমামটা বের করার তিনটা উপায় আছে। প্রথম এবং মোস্ট ইফেক্টিভ হচ্ছে, সব ক্লাসেই দুই-একজন থাকে, যে সারা বছর পড়ে না কিন্তু জিনিসগুলা কেম্নে জানি ভালো বুঝে এবং মোটামুটি ভালো গ্রেড পায়। সে কিন্তু ক্লাসের আতেল বা বেস্ট রেজাল্টধারী না। অনেক সময় ক্লাসে স্যাররা ইম্পর্টেন্ট প্রশ্নের হিন্টস দেয়, সেটা ক্লাসনোট যে ভালো করে তুলে, তার কাছ থেকে জানতে হবে। আর লাস্ট হচ্ছে, গত কয়েক বছরের প্রশ্ন ঘেটে ট্রেন্ড খুঁজে বের করা।

---

৩. আমরা সিলেবাসের প্রথম থেকে পড়তে শুরু করি। এইটার সমস্যা হচ্ছে, শুরুর দিকের জিনিস গুলা, সেমিস্টারের শুরুতে পড়ায়ছে। এখন সেগুলার ডিলিট হয়ে গেছে, পড়তে গেলে, পড়া এগুতে চায় না। সহজেই বোরর্ড হয়ে, পড়া ছেড়ে দেই। তাই কিছুক্ষণ পিছন থেকে এক চ্যাপ্টার আবার ঐটা শেষ হইলে সামনে থেকে আরেক চ্যাপ্টার অল্টারনেট করে চালাতে হবে।

৪. আপনি এতদিন যত্ত কিছু পড়েছেন বা এখন যা পড়তেছেন তার সব কিন্তু মনে থাকবে না। কারণ, আপনি সারা জীবন যা খাইছেন সেটা যেমন জীবন শরীরে বহন করতে পারবেন না। তেমনি সারা জীবন যা পড়ছেন তা মনে থাকবে না। তাই পড়ার সময় একটা শর্টলিস্ট বানাতে হবে, যেটা বইয়ের পিছনে রাখবেন। তাইলে পরেরবার রিভাইজ দিতে গেলে, ইম্পর্টেন্ট জিনিস, এমনকি এই সামারি লিস্ট খুজতে টাইম লাগবে না।

---

৫. কোনো কিছু বুঝতে না পারলে বা কারো হেল্প লাগলে, সেটার জন্য তৎক্ষনাত যাইতে হবে বা গুগলা করতে হবে, এমন কথা নাই। একটা লিস্ট বানায়, সামনে আগাইতে থাকেন। এমন যদি হয় যে, কোনোভাবেই ছুটাতে পারতেছেন না, জোশ আসতেছে না। তাইলে এই সাবজেক্ট রেখে দিয়ে, অন্য সাবজেক্ট শুরু করেন। আবার উল্টা ইফেক্ট ও হয়, আজকের টার্গেটের বেশি পড়ে ফেল্লে, খুশিতে লাফানোর দর্কার নাই। কালকের টার্গেট যে, অর্ধেক ছুইতে পারবেন তার গ্যারান্টি নাই। তাই, ফ্লো ধরে রেখে চালায় যান।

৬. পড়তে বসলে ফোকাস থাকে না। মন আকুপাকু করে। দূর থেকে ফেইসবুক হাতছানি দিয়ে ডাকে, "কাছে আয়, আন্ডা দিমু"। নিজেকে কন্ট্রোল করতে হবে। দর্কার হইলে, জোড় করে, প্রথম প্রথম ২০ মিনিট, তারপর ৩০ মিনিট, শেষমেষ ৪০ মিনিট বা একঘন্টা টেবিলে থাকতে হবে। ফোন সাইলেন্ট করা থাকবে। তারপর উঠে হাত পা ঝাকি দিয়ে, আঙ্গুলে মোচড় দিয়ে বাজি ফুটিয়ে, চোখে পানি দিয়ে বা বাথরুম সেরে আসেন। কিন্তু ৪০ মিনিটের মধ্যে উঠা যাবে না। কোনকিছুর জন্য পাচ মিনিট পর পর উঠে যাওয়া যাবে না। খাওয়ার বা প্রয়োজনীয় জিনিস হাতের কাছে রাখেন। যদি আপনি চিপস বা কোক খাওয়ার ইচ্ছে বেশি হয় তাইলে সেগুলা এনে টেবিলের পাশেই রাখেন। যাতে বার বার উঠে যাওয়া না লাগে। তারপরেও যদি, টেবিলে বেশিক্ষণ থাকতে না পারলে দড়ি দিয়ে টেবিলের সাথে পা বেধে ফেলেন। চেয়ারের সাথে সুপার গ্লু মারেন।

---

৭. আপনার আউটলাইন (কুইক প্ল্যান) সামনের ওয়ালে রাখেন। যাতে আপনার লক্ষ্য বার চোখের সামনে ভেসে উঠে। একটা মুভিতে দেখছিলাম, কীপ ট্রাইং হার্ড কথাটা একটা কাগজে লিখে সিলিং এর মধ্যে লাগায় দিছে। পড়তে পড়তে টায়ার্ড হয়ে গিয়ে চেয়ারের উপর মাথা রেখে ঘুমাইতে গেলে, সিলিং এর ঐ জিনিস চোখে পড়ে। সেটা দেখে আবার পড়তে শুরু করে। ওয়াও।

৮. পড়াশুনা করতে গেলে ডিস্ট্রাকসন কিভাবে কমাবেন তার জন্য আর্ট অফ আতলামি (পার্ট -২) দেখেন। প্রোকাস্টিনেশন কমাতে, প্রোকাস্টিনেশন কমানোর ৭ টা উপায় পড়ুন। প্রিপারেশন নেবার সময় সামারি লিস্ট বানাবেন জন্য আর্ট অফ আতলামি (পার্ট-১) দেখেন। পুরা প্রসেসটা এনজয় করার জন্য রিওয়ার্ড সিস্টেম চালু করতে পারেন। ধরেন একটা সাবজেক্ট পড়ে শেষ করে ফেলছেন। এইবার নিজেরে সাবাস বলতে বলতে এক প্লেট ফুচকা উপহার দেন। তখন হোয়াট দ্যা ফুচকা ভিডিও এর কথা মনে করার চেষ্টা থেকে সংযত থাকুন।

---

৯.নন প্রোডাক্টিভ টাইমগুলাতে যেমন, বাথরুম, গোসল, নাস্তা খাওয়া বা মুরব্বিদের ঝাড়ি শুনার টাইমে রিভাইজ দিতে হবে। টিউশনিতে যাওয়ার পথে, বাসে সীট না পেলেও দাড়িয়ে আরামসে পড়া যায়। কোনো সীটের হাতলে ঠেস দিয়ে দাড়াতে হবে তাইলে বামে বা ডানে বাস হালকা কাত হলে সীটের সাথে ঠেস বা পা দিয়ে সেটা ঠেকানো যাবে। একটা পা একটু সামনের দিকে আরেকটা একটু পিছনের দিকে দিতে হবে। হঠাৎ ব্রেক করলে সামনের পা দিয়ে আর আচমকা টান দিলে সামনের পা দিয়ে সামলাবেন। তাইলে হাত দিয়ে ডান্ডা বা সীট, কিচ্ছু ধরা লাগবে না। আরামসে দাড়িয়েই বইয়ের পাতা বা চোথা উল্টাতে পারবেন।

১০. পড়া বুঝার সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে, অন্য কাউরে বুঝানো। বা অন্যদের জন্য নোট তৈরী করা। কারণ অন্য কাউরে বুঝতে গেলে বা ওর কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে আপনার কনসেপ্ট আরো ক্লিয়ার হবে। তবে, পোলাপান খুব বেশি বিরক্ত করলে, হল ছেড়ে লাইব্রেরি বা অন্য কোন ক্লাসরুম বা হলের রিডিং রুমে চলে যান। মাঝে মধ্যে মোবাইল বা ফেইসবুক বন্ধ করে নিরাপদ দুরুত্ব বজায় রাখতে পারেন।

---

১১. পরীক্ষার হলে, পুরো টাইম প্ল্যানটা আগে করতে হবে, শেষ ১৫ মিনিট বাদ দিয়ে। কোন প্রশ্নের উত্তর কোনো অবস্থাতেই নিদৃষ্ট টাইমের বেশি লেখা যাবে না। উত্তর লেখার আরো সখ থাকলে, জায়গা খালি রেখে (পরে টাইম পাইলে এসে লিখবেন) পরের উত্তরে যেতে হবে। আপনি যতক্ষণ টাইম নিয়ে একটা প্রশ্ন খুব ভালো করে লিখলে ৮ এর জায়গায় ৯ পাবেন কিন্তু ওই সময়ে অন্য আরেকটা প্রশ্নের উত্তর দিলে টেনেটুনে ১০ এর মধ্যে ৪ পাবেন। নীট লাভ ৩ মার্কস। নিজে ভালো করে পড়ছেন বলে, ৩ মার্কসের উত্তর ১০ মার্কসের সাইজে লেখা যাবে না। লজিক আগেরটাই। এইভাবে প্ল্যান করলে, সময়ের অভাবে উত্তর দিয়ে আসতে পারি নাই টাইপ অবস্থা হবে না। বরং উত্তর না জানলেও মনের মাধুরী মিশিয়ে ফুল মার্কস লিখে আসতে পারবেন। সুন্দর হস্তে কয়েক লাইন লেখা দেখে টিচার ফালতু এনসারেও কিছু দিল দরিয়া টিচার মার্কস দেয়। চেষ্টাতো করছে।

১২. পরীক্ষার প্রিপারেশন ভালো থাকলেও টেনশন লাগবে, না থাকলেও টেনশন লাগবে। তাই সিজনাল নামাজী হয়ে যান এবং পরীক্ষার হলের আশেপাশে খুঁজে না পাইলে, দুরে গিয়ে হলেও কোন দানবাক্সে বা ভিক্ষুকরে দশ টাকা দ্যান।

November 16, 2014

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152355284316891>)

সিগারেট খাওয়া কেম্নে শুরু হয় সেটা সবাই জানে।   
প্রথম প্রথম, বন্ধুদের সাথে এক টান, দুই টান।   
কারণ,   
এক টানেতে ভালো লাগে, দুই টানেতে মজা।   
আলসেমিটা ভেঙ্গে দিয়ে মন করে দেয় তাজা।   
তারপর আসে, কে কতক্ষণ ধুয়া ধরে রাখতে পারে, গিলে খাইতে পারে।   
নাকে দিয়া, পশ্চাদ অঙ্গ দিয়া বের করতে পারে, সেই কম্পিটিশন।   
আস্তে আস্তে অভ্যাস তৈরী হয়।   
তারপর, দুপুরে ভাত খাওয়ার পর একটা না খাইলে ভালো লাগে না।   
চা খাওয়ার পর একটা না হইলে কেমন জানি ঝমে না, গা ম্যাজম্যাজ করে।   
স্লোলি, দিনে পাচ টা, আধা প্যাকেট থেকে ফুল প্যাকেটের লেভেলে আপগ্রেড হয়।

---

যে জীবনে কোন দিন সিগারেট খায় নাই, যদি তারে গিয়ে বলেন,   
আজকে সারাদিন সিগারেট খাবা বা সারাদিনে দুই প্যাকেট শেষ করবা।   
দুই প্যাকেট তো দুর কি বাত, দুই পিস ই খাইতে পারবে না।

---

অথচ এই কাজটাই আমরা করি   
ছয় মাস পর পর একটা দিন সেট করি,   
আজকে সারাদিন ফটোগ্রাফি করে বা গিটার শিখে বা প্রোগ্রামিং করে ফাটায়া ফেলবো   
কিন্তু শেষমেষ দেখা যায়, এক লাইনও করা হয় না। এমনকি শুরুই করা হয় নাই।   
কারণ, যে সিগারেট খাওয়ার মজা পায় নাই, সে হুট করে একদিনে দুই প্যাকেট খাইতে পারবে না।   
তেমনি নতুন কোনো জিনিস শিখতে গেলে, একদিনে দুনিয়া উল্টায় ফেলতে পারবেন না।

--

ধরেন আপনি, ওয়েব ডেভেলপমেন্ট শিখতে চান।   
সেটার অভ্যাসও আস্তে আস্তে তৈরী করতে হবে।   
সিগারেট খাওয়া শুরু করার স্টাইলে।   
প্রথম প্রথম খুঁজে বের করেন, ফ্রেন্ড বা পরিচিত কেউ, যে প্রোগ্রামিং করে   
তারসাথে প্রোগ্রামিং নিয়ে আড্ডা দেন। সে কেম্নে কি করে সেটা জানতে চান।   
অনেকেই আছে, নিজের কাজ বা মুন্সীয়ানা দেখাতে ভালোবাসে।   
তারে সেই সুযোগ দেন। তার বকর বকর শুনেন। মাথা মুন্ডু কিচ্ছু বুঝবেন না   
তাও শুনেন। অনেকটা সাবটাইটেল ছাড়া কোরিয়ান মুভি দেখার মতো।   
রেন্ডম দুই একটা ভিডিও, দুই চার মিনিট দেখেন। ভালো না লাগলে বন্ধ করে দেন।   
রাত্রে ঘুমানোর আগের ১০ মিনিট ফেইসবুকিং না করে   
হুকুশ পাকুশের প্রোগ্রামিং সাইটে কয়েকটা লাইন দেখেন, তারপর ঘুমায় পড়েন   
বা অন্য কোনো সাইটে, জাস্ট ১০মিনিট চোখ বন্ধ করার আগে টাইম পাস করবেন।   
এই ১০ মিনিট চালায় যান। ল্যাপটপে না পারলে, মোবাইলে   
এক-দেড় মাস পরে, দেখা যাবে, চাইছিলেন ১০ মিনিট কিন্তু টাইম নিচ্ছে ২০ বা ৩০ মিনিট।   
তারমানে আস্তে আস্তে আপনি, নেশার জগতে প্রবেশ করতেছেন।   
আরো কিছু দিন পরে দেখবেন, সকালে উঠেই ডাইরেক্ট ফেইসবুকে না গিয়ে   
এমনকি দাত ব্রাশ করারও আগে, ১০ বা ২০ মিনিট কিছু টিউটোরিয়াল দেখে ফেলছেন।  
বা লাইট অফ করে ঘুমানোর পরে, আবারো লাইট জ্বালিয়ে অন্যভাবে প্রোগ্রাম ট্রাই করছেন   
এর মধ্যে কোথাও কোনো কিছু দেখে, নিজে করতে গিয়ে আটকে গেছেন   
সেটা গুতায় গাতায় সুবিধে না করতে পারলে বাদ দেন।   
কয়েকবার চেষ্টার পরে দেখবেন একদিন খুচরা একটা জিনিস করে ফেলতে পারছেন।   
কি আনন্দ আকাশে বাতাসে, টাইপের ফিলিং আসবে

---

এইভাবে নেশার জগতে আস্তে আস্তে আস্তে প্রবেশ করে ফেল্লে,   
সারাদিন প্রোগ্রামিং বা ফটোগ্রাফি বা গিটার বাজানো কোনো ব্যাপারই না   
কিন্তু হুট করে সারাদিন করার প্ল্যান করলে, এক চিমটিও লাভ হবে না   
নেশাগ্রস্থ হবার আশির্বাদ রইলো।

November 15, 2014

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152353512446891>)

সমাজ বিজ্ঞানের বইতে দেশপ্রেমের সংজ্ঞা মুখস্ত কারার যেমন দর্কার নাই, তেমনি দেশের জন্য কিচ্ছু করার দর্কার নাই।

এই দেশের বা দেশের মাইনসের পরিবর্তন কোনদিন হবে না। সো, সেটার জন্য সময় নষ্ট না করে, নিজে বাচলে বাপের নাম স্টাইলে চিন্তা করেন। এই যেমন, ট্রাফিক নিয়ম মেনে চলেন। ওভারব্রিজ দিয়ে রাস্তা পার। এইগুলা কেনো করবেন? দ্রুত রাস্তা পার হতে গিয়ে, দ্রুত দুনিয়া পার হয়ে গেলে আপনি আর কুল ডুড থাকবেন না। ডেড ডুড হয়ে যাবেন।

নিস্বার্থ ভালবাসা না দিয়ে আশেপাশের মাইনসের উপর কিছু ইনভেস্টমেন্ট করেন। এই যেমন, আজকে যদি আপনার প্রতিবেশীকে এক কাপ তেল ধার দেন, তাইলে কালকে এক বাটি চিনি ধার পাবেন। পাশের বাড়ির উপোস ছেলেরে ডেকে এক বেলা খাওয়ালে, পরের দিন আপনি অনেক ভারী সোফাসেট তিন তলায় উঠাতে না পারলে, সে হেল্প করবে। ত্রিশ টাকার খাবার আগে খাওয়াইছেন দেইখ্যা ২০০ টাকার মজুরি থেকে বেচে গেলেন। সবই গিবেন টেকের দুনিয়া রে ভাই।

---

দুই একটা ভলান্টিয়ার অর্গানাইজেসনে হালকা টাইম দেয়া কিন্তু নিজের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর মতো কিচ্ছু না। এইটাও একটা সুক্ষ ইনভেস্টমেন্ট। এই যে আপনি পথশিশুদের জন্য কিছু করছেন সেটা আপনার সিভি তে ফলাও করে লিখবেন। চাকরির বাজারে এডভান্টেজ পাবেন। তারচাইতেও বড় কথা হচ্ছে, আপনি এইসব আজাইরা কাজ করতে গিয়ে পাব্লিকরে ম্যানেজ করা, মোটিভেট রাখার জন্য লিডারশিপ যে স্কিল শিখলেন সেটা দিয়ে অফিসে আপনার প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট স্কিল সেরাম লেভেলের হবে। দ্রুত প্রমোশন পাবেন। ব্যাপারটা বুঝার আছে কিন্তু।

আপনি কোনো একটা জিনিস ভালো করতে শিখতে চান। সেটা আরো কয়েকজনরে শিখাতে যান। দেখবেন, শিখাতে গিয়ে, ওদের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে আপনি ওই বিষয়টা উপরে ঝকঝকা জ্ঞান লাভ করবেন।

তাই পরের জন্য নহে, নিজের তরে বাচিবো হে। একটু স্ট্রাটেজিক হয়ে। রাস্তায় একটা ইট পড়ে থাকলে সরাবেন যাতে, পিছনে হেটে আসা আপনার ছেলে মেয়ে বা প্রেমিকা উষ্ঠা না খায়। দেশের মাইনসের জন্য কিচ্ছু করার দক্কার নাই। নিজের বা নিজেদের জন্য করেন। তাইলেই হবে।

--

আর সেটাও করতে না পারলে, গালির বাক্স খুলে বসেন। এই দেশের কিচ্ছু হবে না। কোনো সিস্টেম নাই, আদব কায়দা নাই, আইনের প্রয়োগ নাই, কাস্টমার সার্ভিস নাই, কোনো ম্যানার নাই। নিজে যে লাইনে না দাড়িয়ে, পিছন থেকে ঘুষ দিয়ে কাজ সেরে আসছেন, সেটা চেপে যান।

November 2, 2014

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152332329811891>)

আর্ট অফ আতলামি (পার্ট -৩)

স্পিড রিডিং। তিন মিনিটের কম সময়ে এক পাতা বা এক মিনিটে ৮০০ ওয়ার্ড পড়ে ফেলার উপায়।

আমরা সাধারনত ইমেইল, লম্বা স্টেটাস, টাইমলাইন আপডেট, পত্রিকার নিউজ, এসএমএস, গল্পের বই, ডিসকাউন্ট অফারের লিফলেট, মুভির সাবটাইটেল (ইংরেজিতে কি বলে বুঝি না, তাই সাবটাইটেল পড়ে পড়ে দেখতে হয়), টিভির নিচের অংশে নিউজ ফিড, হাবিজাবি কত কি পড়ি। আগের আমলে তিন গোয়েন্দা, মাসুদ রানা, প্রেমপত্র, চিকন-পাতলা গুপ্তের বই। আর সবচেয়ে অপছন্দের হচ্ছে এসাইনমেন্ট, ক্লাসটেস্ট বা পরীক্ষার জন্য বইপড়া। সবমিলিয়ে প্রতিদিন আপনি গড়ে ২-৪ ঘন্টা পড়ার মত ফালতু কাজে ব্যয় করেন।

-------

স্পিড রিডিং প্রাকটিস করার জন্য, সহজ পাঠযোগ্য কোনো একটা জিনিস নেন। কোনো নিউজপেপার বা ম্যগাজিন বা সহজ একটা গল্পের বই হইলে ভালো হয়। একটা স্টপ ওয়াচ লাগবে।

--

১. ঘড়ি ধরে এক মিনিট পড়ুন। চেষ্টা করেন দ্রুত পড়তে। দেখেন কয় লাইন পড়তে পারছেন। সেটা একটা কাগজে লিখে নেন। ধরেন, আপনি ১০ লাইন পড়তে পারছেন।

---

২. আপনি যদি মুখে উচ্চারণ করে পড়েন। সেটা বাদ দিতে হবে। কারণ, উচ্চারণ করে পড়তে গেলে টাইম বেশি অপচয় হয়। পড়ার গতি ঠিক থাকে না। জোর করে উচ্চারণ করে পড়া বন্ধ করতে হলে, মুখের উপর একটা আঙ্গুল দিয়ে, চাপ দিয়ে, ধরে রাখেন। ঠোট নাড়াতে পারবেন না। উচ্চারণ করতে পারবেন না।

---

৩. দ্বিতীয় সমস্যা হচ্ছে আপনি মুখে উচ্চারণ না করলেও দেখা যায় আপনি আপনার ব্রেইনের মধ্যে উচ্চারণ করতেছেন বা প্রত্যেকটা ওয়ার্ড, একটার পর একটা আলাদা করে দেখতেছেন। সেইভাবেই মাক্সিমাম লোকজন পড়ে। সেটা আমরা বুঝতে পারি না। নিজের অজান্তেই করি। সেটার জন্য কিচ্ছু করার ধরকার নাই। জাস্ট স্বীকার করেন যে করেন। ডাহা মিথ্যা কথা বল্লে, চটকনা খাবেন।

----

৪. একটা কলম বা পেন্সিল নেন। সেটা দিয়ে ঘড়ি ধরে আবারো এক মিনিট পড়বেন। পড়ার সময়, প্রত্যেকটা লাইনের নিচ দিয়ে কলম বাম থেকে ডানে সরাবেন। তবে নিউজ বা আর্টিকেলটাতে কি বলতে চাইসে সেটার বিষয়বস্তু বুঝার একদম চেষ্টা করবেন না। জাস্ট পড়বেন। পড়ার সময় কলম দিয়ে দাগ দিবেন না। বা হাইলাইটার দিয়ে রঙিন করবেন না। তবে, যে ওয়ার্ডটা পড়ে ফেলছেন সেটাতে ফেরৎ যেতে পারবেন না। অপসন শুধু সামনে এগিয়ে যাবার। পয়েন্টারের কাজ হচ্ছে আপনার পড়ার ডিরেকশন সামনের দিকে রাখা। এক মিনিট শেষ হইলে পড়া বন্ধ করে দেখেন, কয় লাইন পড়া হইছে। ধরেন আপনি পড়ছেন ১৫ লাইন। এই কাজটা দুই তিন বার করতে পারেন।

--

৫. লাস্টবার এক মিনিটে যতগুলা লাইন পড়ছেন। এইবার তার ডাবল পরিমান লাইন পড়তে হবে। স্টপ ওয়াচ, কলম নিয়ে শুরু করে দেন। মনে রাখবেন কি পড়তেছেন তার বিষয়বস্তু কিচ্ছু বুঝার দর্কার নাই। জাস্ট পড়ে যান। কিছু কঠিন ওয়ার্ড পরাপুরি পড়তে না পারলেও সেটার জন্য থামবেন না, চালায় যান। পড়ার গতিটা হচ্ছে আপনার হাতের কলমের মধ্যে। আপনি যত দ্রুত কলম সরাবেন, তত দ্রুত শেষ হবে। মনে রাখবেন, কোন ওয়ার্ড বা লাইন বা কি জিনিস পড়তেছেন সেটা বুঝার একদম দর্কার নাই, এখন। এখন হচ্ছে, নিড ফর স্পিড। বুঝাবুঝির কাজ পরে হবে।

---

৬. কলম বা পেন্সিল দিয়ে লাইনের নীচ দিয়ে সামনের দিকে নেয়ার কারণ হচ্ছে, আপনার চোখ কে ট্রেইন করা। প্রশিক্ষণ দেয়া। চোখ ঘুরানোর ডিরেকশন ঠিক রাখা। আমাদের সমস্যা হচ্ছে, এক ওয়ার্ড পড়ার পরেও চোখ তখনও ওয়ার্ডের মায়া ছাড়তে পারে না। কয়েকদিন কলম দিয়ে প্রাকটিস করার পর আপনার আর কলম লাগবে না। চোখ ট্রেইনড হয়ে গেলে, কলম ছাড়াই স্পিডে পড়তে পারবেন।

---

৭. আপনার নতুন টার্গেট হচ্ছে, এক মিনিটে তিনগুন পড়া। সেটা এখন না করলেও চলবে। পরবর্তীতে আপনি যখন কোনো মেইল বা লম্বা স্টাটাস পড়তে যাবেন। এই পদ্ধতিটা প্রাকটিস করতে থাকবেন। ব্যস, আপনার স্পিড এম্নিতেই তিনগুন হয়ে যাবে। এইটা প্রাকটিসের জিনিস। প্রাকটিস করতে করতে আপনার বিষয়বস্তু বুঝার পরিমান বাড়তে থাকবে। স্পিড রিডিং একটা ফান। এই ফান করতে করতে অনেক সময় বেচে যাবে। সেই সময় দিয়ে, প্রেমিকার সাথে চ্যাট করতে পারবেন।

---

৮. স্পিডে পড়তে গেলে প্রথমেই a, and, the, an, then, our, in টাইপের কমন ওয়ার্ড গুলা স্কিপ করা শুরু করবেন। আরেকটু পাকনা হইলে, তিন চারটা ওয়ার্ড এক সাথে স্কিপ করা শুরু করে দিবেন। আসলে চোখ এক সাথে দেড় কি দুই ইঞ্চি জায়গায় ফোকাস করতে পারে। একটা সেন্টেন্সের মধ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ওয়ার্ড থাকে বাকি সব ফাও। ফাওগুলাতে সময় নষ্ট করা বন্ধ করাই স্পিড রিডিং এর মূল উদ্দেশ্য।

---

৯. কোনো একটা চ্যাপ্টার পড়ার দর্কার হইলে। একটা হাই লেভেলের ওভারভিউ নেন। শুরুতেই পুরা চ্যাপ্টারটা জাস্ট পাচ মিনিটে পাতা উল্টিয়ে দেখে নেন। হেডারগুলা দেখেন। ডায়াগ্রাম থাকলে সেটাতে এক নজর দেন। চ্যাপ্টার এর শেষে প্রশ্ন থাকলে সেগুলা এক নজর দেখেন। খেয়াল করবেন, আমি কিন্তু বলছি, দেখেন। পড়তে বলি নাই।

---

১০. এইবার পড়তে বসলে। কোনো প্যারাগ্রাফের এক লাইন বা দুই লাইন পড়লে কিন্তু আপনি একটা আইডিয়া পাবেন এইখানে কবি কি বলতে চাইছেন। তখন কয়েক লাইন জাম্প দিলে বেশি কিছু হারানোর থাকবে না। । আবার প্যারাগ্রাফের শেষ কয়েক লাইন পড়েন। সেই স্টাইলে আপনি কয়েকটা প্যারাগ্রাফ বা সেকশনের হেডিং পড়েই স্কিপ করতে পারেন। তবে কোথাও ডায়াগ্রাম বা কঠিন চিত্র থাকলে সেটা খুটিয়ে খুটিয়ে পড়বেন। বা কোনো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করতে হইলে তখন চিপাচাপা ভালো করে দেখেন।

---

বিদঘুটে ম্যাথ বা বিখাউজ রিসার্চ জার্নাল পড়ার ক্ষেত্রে এই সিস্টেম খুব বেশী কাজে দিবেনা। আমি গদ্য বা বাংলা টাইপ কোনো সাবজেক্ট পড়তে এই সিস্টেম ফলো করতাম। আজকে অনলাইনে সার্চ দিয়ে দেখি, প্রশ্নপত্রের মত আমার বুদ্ধিও ফাস হয়ে প্রচুর ব্লগ এবং টিউটরিয়াল তৈরী হয়ে গেছে আগেই।

October 28, 2014

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152323539241891>)

আপ্নে মানুষ হইলে, আপ্নার মেজাজ খারাপ হইবেই। আর মেজাজ খারাপ হইলেই, মনডা চায় গিয়া ঠাটায়া কইসা কইসা ধুমধাম কয়েকটা চড় দেই। আর হাই লেভেলের মেজাজ খারাপ হইলে, কাইট্টা কুচি কুচি কইরা নারায়ণগঞ্জ পাঠায়া দিয়ে ইচ্ছা করে। সেই মেজাজ খারাপ হোক না বসের বা বয় ফ্রেন্ডের উপ্রে। কিংবা ক্লাস টিচার, বাসার দারোয়ান, সিনজি ড্রাইভার, ফুচকার দোকানদারের উপ্রে।

মেজাজ খারাপ হয় সাধারণত কেউ বকা দিলে, অন্য কারো সামনে হ্যারাস বা অপমান করলে। সখের কোনো জিনিস নষ্ট করলে। বার বার পাঠানোর পরেও ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট একসেপ্ট না করলে। বা মেসেজের বক্সে " ✔ Seen at 1.12am" দেখায়, তারপরেও মেসেজের রিপ্লাই না দিলে। হিন্দি সিরিয়ালের জ্বালায়, ফুটবল খেলা দেখতে না পারলে। আমার ক্রাশ আমার ছবিতে লাইক না দিয়া, আমার ফ্রেন্ডের ছবিতে লাইক দিলে। বন্ধু গার্লফ্রেন্ড লইয়া, আমার ক্যাম্পাসের সামনে দিয়া, রঙ্গ কইরা হাইট্টা গেলে। কেউ অন্যায় ভাবে আপনার প্রাপ্য কিছু কেড়ে নিলে। বার বার চেষ্টা করেও চান্স পাইতে ব্যর্থ হলে। অথবা ডাইরেক্ট ছাঁকা দিয়ে দিলে।

মেজাজ খারাপ হৈলে আম্রা সাধারণত -

১. চিল্লাচিল্লি কইরা ফাটাইয়া ফেলি। আর চিল্লাইতে না পারলে, ফ্যাল ফ্যাল করে কাইন্দ্যা দেই। তবে হাই লেভেলের মেজাজ খারাপ হৈলে, দীর্ঘ সময় ধরে মাথা গরম হয়ে শরীরের রক্ত দ্রুত চলাচল করতে থাকে। হার্টের প্রেসার বেড়ে যায়। (ইন্টারমিডিয়েটে বায়োলজি ছিলো না তো, এর চাইতে বেশি কিছু লিখতে পারতেছিনা)

---

২. যার উপ্রে মেজাজ খারাপ হইছে, তার সামনে থেকে সরে যাই। এক রুম থেকে অন্য রুমে চলে যাই। বউ বকা দিলে, বাথরুমে গিয়া বসে থাকি। অধীনস্থ কারো উপরে মেজাজ খারাপ হইলে, আবুল হায়াত স্টাইলে বলি, বহিষ্কার হও, নিষ্ক্রান্ত হও। আবার চাল্লুগুলা যখন দেখে কোনো একটা ডিসকাশন মেজাজ খারাপ হবার দিকে যাচ্ছে, তখন ওই টপিক চেঞ্জ করে দেয়। যেমন, ম্যাডাম হইলে শাড়ির প্রশংসা আর টিচার হইলে তার বৌয়ের প্রশংসা।

--

৩. প্রিয় মানুষের সাথে মন খারাপ হইলে, তাকে সারপ্রাইজ, গিফট দেয় বা ঘুরতে নিয়ে যায়। যেমন, দ্যা গ্রেট অনন্ত বর্ষারে BMW গিফট দিছিলো। বা জাস্টিন বিবারের কয়েকটা ফালতু গানের প্রশংসা করে।

---

৪. উল্টা দিক থেকে গুনতে শুরু করে দেয়। ১০০ থেকে গুনা শুরু করে ১ পর্যন্ত আসতে আসতে মেজাজ ঠিক হয়ে যায়। রাস্তায় গিয়ে ২০ মিনিট বা আধা ঘণ্টা হাঁটে বা কোনো ভিক্ষুকের সাথে ১০ মিনিট আড্ডা দেয়। অথবা টঙ্গের দোকানে গিয়া কড়া এক কাপ চা খেয়ে, বেনসনের ধূয়া উড়ায়। জিমে গিয়া পাঞ্চিং ব্যাগে কয়টা ঘুষি মারে। জিম করে, ফিজিক্যালি টায়ার্ড হইলে এম্নিতেই রাগ কমে যায়। ভালো কোনো রেস্টুরেন্টে খাইতে যায়। একবেলা ভালো খাইলে, পকেটের টেকাটুকা সব শেষ হয়ে গেলে, চিন্তাভাবনা ঐদিকে ডাইভার্ট হয়ে যায়। পছন্দের গান বা জোকস শুনে বা ফানি টিভি সিরিয়াল দেখে।

---

৫. আরো বেশি লেভেলের মেজাজ খারাপ হইলে, দুইটা পলিথিনের মধ্যে কাঁচের গ্লাস ঢুকাইয়া যত জোরে সম্ভব আছাড় দেয়। রাগ কমে যায়। দুইটা পলিথিনের মধ্যে ঢুকায়, যাতে কাঁচের গ্লাসের ভাঙ্গা অংশ, এইদিক ঐদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে না যায়। পরে অনেক কষ্ট করে পরিষ্কার করা লাগবে বা নিজের পায়েও ঢুকে যেতে পারে।

----------------  
আসলে উপরের কোনটাই ভালো সল্যুশন না।   
----------------  
ধরেন, আপনার ছেলে, একটার পর একটা অঙ্ক পরীক্ষায়, তামিম ইকবালের মতো ডাক মারতেছে। লজ্জায় অপমানে, ছেলেরে কেটে কুচি কুচি করে ফেলতে ইচ্ছে করছে। এক ঘণ্টা টানা গালাগালি দিলেন। ছেলে মাথা নিচু করে বসে আছে। এক ঘণ্টা না, এক হাজার ঘণ্টা রেকর্ড করে গালাগালি করলেও কোনো লাভ হবে না। বরং ছেলেরে বুকে জড়ায় ধরেন। বলেন, বাবা তুমি নিজের চেষ্টায় ১০০ তে ৩ পাইছো। সেটার জন্যই আমি গর্বিত। ছেলেকে আশ্বস্ত করেন। যদি নিজের পণ্ডিত-গিরি ছেলের মধ্যে পয়দা করতে চান। তারে নিয়ে বসেন। একটু সময় দিয়ে ইজি হোন, ফ্রেন্ডলি হোন। দেখবেন ঠিক হয়ে যাবে। ছেলের যদি অঙ্ক পড়তে ভালো না লাগে। জোর করে গিলালে লাভ হবে না। বদ হজম হবে। বরং সে যদি মিউজিক ভালো করে, সেটা করতে দেন।

---

কারো উপরে মেজাজ খারাপ হইলে, সেটার জন্য সাথে সাথে রিয়াক্ট করবেন না ভুলেও। মেজাজ যত বেশি খারাপ হবে, ডিসিশন তত বেশি ভুল হবে। পিরিয়ড। বরং দাঁত কেলিয়ে হেসে দেন। হোক না কৃত্রিম হাসি, তাও হাসেন। তার ভুলের রেস্পন্সিবিলিটি নেন। অফিসের কর্মচারীর উপর মেজাজ খারাপ হইলে, তাকে বের না করে দিয়ে, চেয়ারে বসান। কফি খাওয়ান। তার ভুল যে হইসে, সেটা সে নিজ থেকেই বুঝতে পারবে। এবং পরেরবার সঠিকভাবে করে আনবে। আপনি যদি চিল্লাচিল্লি করেন, তাইলে একটা কাজ পরেরবার হয়তো ভুল করবে না। কিন্তু অন্য পাঁচটা কাজে খেই হারিয়ে ফেলবে।

---

ধরেন, বান্ধবী বা বউ বা বয় ফ্রেন্ড কিছু একটা উল্টা পাল্টা করে ফেলছে। সেটা সাথে সাথে বলার কি ধরকার। ধৈর্য্য ধরেন। অন্য কিছু করে টাইম পাছ করেন। ঐটা নিয়ে কথা বলার টাইম পাবেন। হয়তো পরেরদিন সে নিজ থেকেই ম্যাসেজ দিবে, "সরি, চুক চুক চুড়ুই পাখি। এমনটা আর করবো না আমি। প্রমিজ। এইবার একটু হাসো। প্লিজ।" সব ল্যাটা চুকে যাবে। আবার কম্বাইন্ড প্রোপিক দিবেন। আর না হইলে, নিজেরে বিক্রয় ডট কমে পোস্ট করে দেন। কেউ না কেউ ভাঙ্গারি হিসেবে থার্ড-ফোর্থ হ্যান্ড জিনিস কিনে ফেলবে। নিজে যেহেতু অরিজিনাল না, অরিজিনাল জিনিস খুইজেন না।

---

তবে, যে বিষয়েই মেজাজ খারাপ হোক না কেনো, সেটা নিয়ে ভাবেন। আপনারও কিন্তু ভুল হইতে পারে। আপনি ভুল বুঝতেও পারেন। আর অন্যের দোষত্রুটি হইলেও সেটা নিয়ে বেশী ঘাটাঘাটি করার কি দক্কার। সেগুলা যত দ্রুত ভুলে যাবেন, তত বেশি ভালো থাকবেন। কেউ সমালোচনা করলে, সেটা নিজেকে গড়ে তুলার সুযোগ হিসেবে নেন। কেউ আপনার কোনো লিমিটেশন নিয়ে অপমান করলে,নিজের মধ্যে একটা চাপা ক্রোধ তৈরী করেন। ভিতরে ভিতরে চ্যালেঞ্জ নেন, নেক্সট মাসে দেখায় দিমু টাইপ। আর আপনার যদি ঘনঘন মেজাজ খারাপ হয়, তাইলে আপ্নার সমস্যা হচ্ছে। আপনি অন্যদের এটেনশন দেন না, কম্প্রোমাইজ করতে জানেন না।

শেষ কথা হচ্ছে, "মেজাজ খারাপটা ক্ষণিকের আর সম্পর্কটা চিরদিনের"

October 25, 2014

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152318588601891>)

আর্ট অফ আতলামি (পার্ট-২)

পড়ালেখা করতে গেলে, চেয়ারের সাথে সুপার গ্লু মেখে, ঘন্টার পর ঘন্টা বই খুলে বসে থাকলেও এক লাইনও পড়া হয় না। দুত্তরীকা, পড়ালেখা হচ্ছে না বলে ফেইসবুক খুলে বসি। কেনো যে, পড়া লেখা হয় না, তার আসল কারণ খুঁজে খুঁজে আমিও দিশেহারা। তবে কয়েকটা জিনিস ট্রাই করে দেখতে পারেন।

---

১. এক্সচেইঞ্জ আলসেমি   
২. ডিসকানেক্ট   
৩. রিডিউস ডিস্ট্রাকশন  
৪. এড ভেরিয়েশন   
৫. চেঞ্জ লোকেশন

---

১. আলসেমি আপনাকে করতেই হবে। আলসেমি না করে নিস্তার নাই। তাই কয়েকটা জিনিস দিয়ে আলসেমিকে আর্টের লেভেলে নিয়ে যাবেন। যেমন, আমি যখন কলেজে পড়তাম। আমার বিছানা থেকে রুমের লাইট সুইসের দূরুত্ব ছিলো, দশ - বারো হাত। উঠে গিয়ে ফ্যান বা লাইটের সুইস অন-অফ করতে আলসেমি লাগতো। বুদ্ধি বের করলাম। হোস্টেলের পিছনে কলেজ কতৃপক্ষ গাছ লাগাইছে। গাছের সাথে চিকন লম্বা বাশ দিছিলো, গাছ সোজা রাখার জন্য। একটা গাছ মরে গেছে, আমি সেই বাশ রুমে এনে বেডের নিচে রেখে দিয়েছি। যখন লাইট অন-অফ করা লাগতো, বাশ দিয়ে সুইস অন-অফ করতাম। প্রথম প্রথম অতো ভালো পারতাম না, কয়েকদিন ট্রাই করার পরে দক্ষ হয়ে গেছি। এইরকম কত হাজার হাজার আলসেমি যে আমি করি, বলে শেষ করা যাবে না। এখন, মার্কিন মুল্লুকে বাশ খুঁজে পাই নাই, তবে আলসেমি ছাড়ি নাই। ভোরে ঘুম ভাঙ্গলে, আলসেমি করে গিয়ে রুমের লাইট জ্বালাই না। বেডের পাশে, টেবিলের নিচে, একটা টেবিল ল্যাম্প আছে। সেটা জ্বালিয়ে কাজ শুরু করে দেই। বা রাতে ঘুমানোর আগে, একচুয়েলি চোখ বন্ধ করার আগে, রুমের লাইট অফ করে দিয়ে, ল্যাম্পের আলোতে বই খুলে পড়ার চেষ্টা করি। বই খুল্লে, মাশাল্লাহ, ঘুম মামা যেখানেই থাকুক না কেনো, মামা রকেটের বেগে ছুটে আসেন।

মোবাইলের চার্জার এর মাথা সব সময় টেবিলের নীচে পড়ে যায়। কষ্ট করে খুঁজে বের করা লাগে বা অন্য তারের সাথে প্যাচ লেগে যায়। সেজন্য আমি পেপার বাইন্ডারের সাদা ক্লিপের মধ্যে দিয়ে চার্জারের মাথা এনে, বাইন্ডার টেবিলের সাথে আটকিয়ে দিয়েছি। এখন আর চার্জারের মাথা নিচে পড়ে যায় না। খুঁজে বের করতেও কষ্ট না হয় (লাইফ হ্যাক সাইটে এই আইডিয়া পাইছি)। আপনি স্কচটেপ দিয়েও চার্জারের এক প্রান্ত টেবিলের সাইডে লাগায় রাখতে পারেন। আবার মাস্টার্স এর থিসিস লেখার সময়, চিপস এবং দুই লিটার মাউন্টেন ডিউ এর বোতল টেবিলের পাশে রাখতাম। যাতে নিচে নেমে খাবার নিয়ে আসতে না হয়। খাওয়া আর ঘুম ভালো মতো হইলে, পড়ালেখা কোনো ব্যাপারস না।

সো, আলসেমিটা আশেপাশের জিনিসে ট্রান্সফার করেন। এইসব আলসেমির এন্টারটেইনমেন্ট, পড়ালেখা করার শক্তি বা মনোযোগের রিফুয়েলিং করবে।

---

২. যত বেশি কানেক্টেড থাকবেন তত সমস্যা। অনেকসময় ল্যাপটপ শাট ডাউন করে দিলেও, আবার নেশার বাতিক উঠে এবং অন করে ফেলেন। কয়েকদিন তো আমি ল্যাপটপের ব্যাটারি খুলে অন্য রুমে রেখে দিছিলাম এবং জোর করে মোবাইল অফ করে রাখছিলাম। মোবাইল ৫ মিনিট অফ করে রাখলে মনের ভিতর খচখচ করে, এই বুঝি জরুরি কেউ ফোন দিলো। কিন্তু ৫ ঘন্টা অন করে রাখলেও কেউ মিস কলও দেয় না। যদিও ফোন আসে না, তবুও মন মানে না। যত বেশি ইন্টারনেটের সঙ্গে থাকবেন, তত বেশি সময় অপচয় হবে। তাই, মোবাইলের বা ল্যাপটপের wifi বন্ধ করে রাখেন। নিতান্ত দরকার হইলে, চোরের মত wifi অন করে, দুইটা সুন্দরী মেয়েরে add রিকোয়েস্ট সেন্ড করে, আবার অফ করে দেন। তবে রিকোয়েস্ট ক্যানসেল করে, একজনরে একদিনে সত্তর বার পাঠাবেন না। ব্লক মারবে।

---

৩. ডিস্ট্রাকশন দুইভাবে হয়। এক হয় ইলেকট্রনিক্স যেমন, ল্যাপটপ, মোবাইল, টিভি, খেলা দিয়ে আর হয় অন্য সব জিনিস দিয়ে। যেমন, পাশের রুমে কাজিনরা ইয়া ডিসুমাই ডিসুমাই আড্ডা মারতেছে। কোনো ফ্রেন্ডের খেয়েদেয়ে কাজ কাম নাই, খোশগল্প করতে চায়। বা পাশের বাসার আন্টি আসছে, উনি কিভাবে দইবড়া ফার্স্ট টাইম এক্সপেরিমেন্ট করে তার হাবি -এর পেট খারাপ করায় ফেলছে সেই কাহিনী, ষ্টারপ্লাসের কুলসুম এর কাহিনীর চাইতেও লম্বা করে টেনেটুনে বলতেছে। এইসব ক্ষেত্রে পানি খাবো বা বাথরুমে যাবো বা মোবাইলে কাউরে ফোন দিবার স্টাইলে উঠে গিয়ে হারায় যাইতে হবে। ডিস্ট্রাকশন কারীরা যদি বেশি গেঞ্জাম করলে দরজা বন্ধ করে দিতে হবে। আর অন্যদিকে রুমের মধ্যে ডিস্ট্রাকশন করার জিনিস পত্র কম রাখতে হবে। কি কি জিনিস আপনারে ডিস্ট্রাক্ট করে, আপনি সহজেই বের করতে পারেন। আর না পারলে আপনার আম্মুরে জিগ্যেস করেন।

---

৪. এক স্টাইলে বেশিক্ষণ পড়ালেখা করলে আপনি bored হয়ে যাবেন। তাই কখনও লিখে লিখে। কখনো অন্যকে বুঝানোর স্টাইলে। কখনো বা টিচার কিভাবে লেকচার দিছে সেটা ভেংচিয়ে ভেংচিয়ে চালায় যান। ধরেন, এখন ক্রিকেট খেলা চলতেছে, আপনি খেলা না দেখে পড়তে চাচ্ছেন, তাইলে পড়াটা ক্রিকেটের ধারাভাষ্য স্টাইলে মানে চৌধুরী জাফরউল্লা শারাফত স্টাইলে করেন। কেউতো নিষেধ করে নাই। এইসব ভেরিয়েশন আপনাকে দীর্ঘ সময় পড়ালেখা চালিয়ে যেতে সাহায্য করবে।

তারপর কিছুক্ষণ বসে, কিছুক্ষণ দাড়িয়ে, কিছুক্ষণ এক পায়ে দাড়িয়ে। কিছুক্ষণ শুয়ে। আবার ফ্লোরে বসে, বেডের উপড় বই পত্র রেখে। কিংবা বেডের উপর শুয়ে ফ্লোরে বই পত্র রেখে। বা টেবিলে বসে, চেয়ারে পা দিয়ে। বা টেবিলের উপর তাবলীগদের মতো ভাত খোয়ার স্টাইলে বসে। বা ফ্লোরে বসে, দেয়ালে পিঠ ঠেকে। অথবা চেয়ারের উপর দাড়িয়ে বা বেডের নিচে শুয়ে। বা বেডের উপর শুয়ে পাশের দেয়ালে কোমড় সহ শরীরের বাকি অংশ ভার্টিক্যালি রেখে। এই রকম পৌনে চারশ স্টাইলে ভেরিয়েশন আনতে পারেন। এইসব ভেরিয়েশনে কাজ হয় কিন্তু। চেষ্টা করে দেখেন, বিফলে মুল্য ফেরৎ।

---

৫. আমার কাছে মনে হয়, একই জায়গায় চেয়ার টেবিল বেশি দিন থাকলে, কয়েকদিন পর আপনি কেমন জানি ইউজড টু হয়ে যান। এবং পড়ালেখা কম হয়। তাই এক/দুই মাস পর, চেয়ার টেবিলের পজিশন চেঞ্জ করেন। টেবিলের পজিশন চেঞ্জ না করতে পারলে, কিছুদিন টেবিলের একপাশে চেয়ার রাখবেন। কয়দিন পর অন্যপাশে রাখবেন। একরুমে পড়া না হলে, বারান্দায় বা অন্যরুমে যাবেন। বাসায় পড়া অগ্রসর না হইলে, লাইব্রেরিতে যাবেন। সেখানে না হইলে কফি শপে যাবেন। কফি শপে না হলে বাসে বা ট্রেনে করবেন। গার্লফ্রেন্ডের সাথে দেখা করতে যাওয়ার পথে পড়েন। আবার কিছু আতেল আছে, গার্লফ্রেন্ড সহ লাইব্রেরিতে পড়ালেখার ডেইট করে। এরাম প্রেম করার চাইতে প্রেমহীন লাইফই উত্তম (আঙ্গুর ফল টক, লিচু ফলে ফরমালিন)

---

গত শনিবার, আমার পার্ট টাইম পিএইচডি এর জন্য, একটা ১৩ পাতার একটা রিসার্চ পেপার রিভিউ জমা দেয়ার ডেড লাইন ছিলো। আমি দেখলাম বাসায় ল্যাপটপ, মোবাইলের আশেপাশে থেকে ঘন্টাখানেক পার করেছি কিন্তু রিসার্চ পেপারের একটা প্যারাগ্রাফ পার করতে পারলাম না। বাসায় ল্যাপটপ, মোবাইল রেখে চলে গেলাম একটা চাইনিজ ক্যাফে টাইপের রেস্টুরেন্টে। তেরো পাতা পড়ে, প্রয়োজনীয় অংশ হাইলাইট এবং যা যা গুগল করা লাগবে তার শর্ট লিষ্ট করতে থাকলাম। ক্ষিদা লাগছিল মাগার পড়া শেষ না করে খাই নাই। ছোট বেলার যে নিয়ম ছিলো, আগে হোমওয়ার্ক শেষ করো তারপর ডিনার। ওখানে লাঞ্চ সেরে, বাসায় এসে দেখি কেউ, ফোন/এসএমএস করেনি, কমেন্ট বা মেসেজও দেয়নি।

--

উপরোক্ত ঘটনায়, মিস্টার গিনিপিগ, ডিস্ট্রাকশন ডিসকানেক্ট করে, লোকেশন চেঞ্জ করেছেন। চাইনিজ রেস্টুরেন্টের চিং বিং চুং বং তাকে ডিস্ট্রাক্ট করতে পারে নাই। কারণ ঐগুলা উনার মগজ দিয়া ঢুকে নাই। আর টার্গেট হাসিল করে, চাইনিজ ফুড খেয়ে নিজেকে রিওয়ার্ডেড করেছেন। সেল্ফ রিওয়ার্ড কিভাবে আতলামিতে সাহায্য করে তা না হয় আরেকদিন জানবেন।

October 18, 2014

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152307576651891>)

আর্ট অফ আতলামি (পার্ট-১)

পড়ালেখা করতে কারোরই ভালো লাগেনা। পরীক্ষার আগে, পড়া ছাড়া দুনিয়ার সবকিছুই উপভোগ্য হয়ে উঠে। এমনকি সিলিং এ ফ্যান ঘুরা দেখাটাও অনেক ইন্টারেষ্টিং। সুপার গ্লু মেরে শরীরের একটা অংশ চেয়ারের সাথে আটকায় রাখলেও, পরীক্ষার সময় লাড্ডু মারা কেউ ঠেকাতে পারে না।

---

ধরেন, ক্লাসটেস্ট (CT) বা এসাইনমেন্ট করার সময় কয়েকটা চ্যাপ্টার পড়ছেন। কিন্তু পরীক্ষার আগে প্রিপারেশন নিতে গিয়ে, বই খুলে দেখেন, সব মেমরি সার্ফ এক্সেলের মতো ক্লিন হয়ে গেছে গা। এই মেমরী লসের হাত থেকে বাচার জন্য অনেকেই হাইলাইটার বা মার্কার দিয়ে বই দাগিয়ে রঙিন করে ফেলে। বা কোন একটা প্রশ্ন ইম্পর্টান্ট হলে অর্থাৎ পরীক্ষায় আসার উপযোগী হলে তার পাশে, imp বা vvi (very very important) লিখে রাখে। আপনি আরো এই রকম আরো অনেকগুলা সংকেত ব্যবহার করতে পারেন। যেমন,

কোনো একটা প্যারাগ্রাফ বা কোনো একটা লাইন বুঝতে পারেন নাই তার পাশে লিখে রাখেন, NC (not clear) বা শুধু কোয়েশ্চেন মার্ক (?) অর্থাৎ বুঝেন নাই। কাউরে জিগ্যেস করা বা গুগল করা লাগবে এমন জিনিস গুলার পাশে ggl লিখেন। তবে, সাথে সাথে লাফাইয়া ল্যাপটপ অন করে গুগল করতে গেলে আপনি কিন্তু শ্যাষ। একবার ইন্টারনেটে ঢুকলে, চার ঘন্টা গায়েবুল হাওয়া হয়ে যায়। বরং দশ থেকে বারোটা হইলে একসাথে গুগল করেন বা আতেল কোনো ফ্রেন্ডরে গিয়ে জিগ্যেস করেন।

পরীক্ষার আগে দ্রুত রিভাইস দেয়ার সময় নিশ্চয় সবকিছু পড়তে পারবেন না। পড়ার সময় যেটা যেটা মনে হবে, একদিনের রিভাইসে পড়া উচিত, তার পাশে লিখে রাখেন RA মানে read again

অনেক সময় ফর্মূলা বা সূত্র মনে রাখতে হয়। লাস্ট মোমেন্টে, হলে ঢুকার আগে গুরুত্বপূর্ণ ফর্মূলা দেখে নেবার অভ্যেস অনেকেরই আছে। সেইসব ফর্মূলা এর পাশে FR বা FU (!) লিখে রাখতে পারেন।

----

এইরকম, মনের মাধুরী মিশিয়ে abbreviation বা সংকেত বানাতে পারেন, সেটা সমস্যা না। সমস্যা হচ্ছে পরীক্ষার আগে কুইক রিভিশন দিতে গেলে, কোন চ্যাপ্টার বা কোন পেইজে বা কোন চিপায়, কবে যে কি সংকেত দিছেন তা আর খুঁজে পাওয়া যায় না। এমনকি, পরীক্ষার হলে ঢুকার আগ মুহুর্তে, ইম্পর্টান্ট ফর্মূলাগুলো আখেরী বারের মতো, জীবনের শেষ মোলাকাত করতে ইচ্ছা পোষণ করলেও, খুঁজে পাবেন না।

---

আপনি খেয়াল সেজন্য আপনি প্রত্যেক বইয়ের পিছনে নোট্ লেখার জন্য যে দুই পেইজ সাদা কাগজ থাকে। আর সাদা কাগজ না থাকলে আপনি স্কচটেপ বা স্টেপলার দিয়ে দুইটা লাগায় নেন। সেখানে এই abbreviation বা সংকেতগুলার একটা লিস্ট রাখেন। যার শুরুতে থাকে পেইজ নাম্বার তারপর abbreviation তারপর পাচ ছয় টা ওয়ার্ড। ওই কয়টা ওয়ার্ড দিয়ে আপনি বুঝবেন এইটা কি জিনিস। ব্যস, রিভাইজ দেয়া বা লাস্ট মোমেন্টে ফর্মূলা খুঁজে বের করা কোনো ব্যাপারই না। ধরেন আপনার পাঠ্য বিষয় হচ্ছে, "প্রেমিকা ভাগানোর ১০১ উপায়", তাইলে আপনার সামারি লিস্ট এমন হতে পারে

৬৯ - RA - স্টেটাস দেখে বুঝে নিন কে সিঙ্গেল   
২২১ - NC - ব্রেকআপ হচ্ছে হচ্ছে টাইমে, শান্তনা দিয়ে, কিভাবে...  
৩৬৯ - FR - সব সুন্দরী প্রোপিকের পিছনে থাকে, ইন্টারেস্টেড DSLR

----

রিসার্চ পেপার রিভিউ করার জন্য পড়ার টাইমেও আপনি একই কাজ করতে পারেন। যেমন nice, ইউনিক, assumption, ? বা একদম না বুঝলে ????? লিখে রাখতে পারেন।

----

আরেকটা কথা। অঙ্ক বা ম্যাথ কখনই চোখ বুলিয়ে বা দেখে যাবেন না। আই মিন অঙ্ক পড়ে গেলে পরীক্ষার হলে গিয়ে কোনদিনই অঙ্ক মিলাতে পারবেন না। অঙ্ক বা কোনো কিছুর প্রমান, যেমন, PV = nRT, কাগজে লিখে লিখে প্রাকটিস করে যেতে হবে। টাইম কম থাকলে কয়েক স্টেপ স্কিপ করে হইলেও লিখে লিখে প্রাকটিস করতে হবে। যত ভালো করেই দেখে যান না কোনো, পরীক্ষার হলে গিয়ে গুবলেট পাকিয়ে ফেলবেন। যদিও, প্রমান আমাদের কাছে, কখনই অপ্রমাণিত থাকে না। উপর থেকে পাচ লাইন আর নিচ থেকে চার লাইন, ফকফকা ক্লিন। মাঝের এক লাইনে হালকা গোজামিল। কেল্লা ফতে।

September 22, 2014

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152255187506891>)

আড়াই হালি টিপস।

অফিসে কাজ কাম না করেও ব্যস্ত ভাব ধরে রাখার ।

১. আপনার কাজের সাথে রিলেটেড ওয়েবসাইট ব্রাউজারের ফাস্ট ট্যাব এ রাখবেন সব সময়। ডেভেলপারদের জন্য, localhost বা stackoverflow বা কাজের অন্য কোন সাইট। আর যখনি বিগ ব্রাদারকে দেখবেন আসতেছে বা তার কন্ঠ শুনা যাচ্ছে, তখনই Ctrl + ১ চাপ দিবেন। ব্যস, আপনি অন্য ট্যাবে ফেইসবুক বা ক্রিকইনফো বা যাই দেখতেছিলেন না কেনো, সেটা আর বিগ ব্রাদার দেখতে পাবে না। আর যদি বিগ ব্রাদার পিছন থেকে আসার সম্ভাবনা থাকে তাইলে একটা ছোট মিরর বা ফটোফ্রেম রাখতে পারেন, যেটা বিগ ব্রাদার আসতে থাকলে দেখতে পাবেন।

২. সবসময় চেয়ারের উপর একটা এক্সট্রা জ্যাকেট রেখে দিবেন। আপনি বাসায় চলে গেলেও আপনার ম্যানেজার ভাববে যে, আপনি আশেপাশে আছেন। এবং মাঝে মধ্যে সেই জ্যাকেট চেঞ্জ করবেন। এক জ্যাকেট সবসময় থাকলে সে আবার বুঝে ফেল্বে।

৩. দেড় দুই ঘন্টা পরপর আরাম কক্ষে মানে রেস্টরুমে গেলে, একই রেস্টরুমে বার বার যাবেন না। ধরেন, প্রথমবার উত্তর পাশের রেস্টরুমে গেলে, পরেরবার দক্ষিন পাশেরটায়। অথবা নিজের ফ্লোরের রেস্টরুমে একবার, অন্য ফ্লোরেরটায় আরেকবার।

৪. দুই এক উইকএন্ড পর পর বেশ কিছু বাড়তি প্রিন্ট আউট সাথে নিয়ে বাসায় যাবেন। উইকএন্ড শেষে আন্দাজে হাইলাইটার দিয়ে হাইলাইট করে নিয়ে আসবেন। দরকার হইলে উপরের দুই পাতা অফিসের কোনো রিপোর্ট আর নিচে গরুর রচনা বা আপনার কাঁচাবাজারের লিস্ট রাখবেন। সেটা আবার ব্যাগের ভিতর ঢুকাবেন না। ভিত্রে থাকলে, ম্যানেজারতো আর দেখতে পারলো না। লাভের লাভ হবে না। হাতে করে নিয়ে যাবেন আর ম্যানেজারকে বা ম্যানেজারের ম্যানেজারকে কিছু আজাইরা প্রশ্ন করবেন। ওরা ভাববে আপনার কত ডেডিকেশন,কত কিউরিসিটি।

---

৫. কতগুলা জারগন এবং জারগন এর ডেফিনিশন ঝাড়া মুখস্ত রাখবেন। আর ঐগুলা কথায় কথায় আওড়াইবেন। এবং পারলে আপনার বস যেগুলা ব্যবহার করেন, মাঝে মাঝে রেফারেন্স হিসেবে বস এর নাম, বসের সামনে ব্যবহার করবেন। যেমন, "কামাল স্যার সবসময় বলেন, ডালের মধ্যে ২০ :১ অনুপাতে মাংস দিলে তাকে মামা হালিম বলে, আপনি তার কমে দিলে তো মামা হালিম হবে না. একটা স্টান্ডার্ড কোয়ালিটি মেইনটেইন করতে হবে। " বসের পিছনে করে লাভ নাই। যা তেলাবেন সামনেই তেলাবেন।

৬. কোনোদিন যদি ৫টার পর অফিসে থেকে যেতে হয়। অবশ্যই সাড়ে পাচটার পর, ম্যানেজারকে গিয়ে হুদাই প্রশ্ন করবেন। উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনি যে, অফিসে বসে বাঘ ভাল্লুক মেরে ফেলছেন, সেটাতো আপনার ম্যানেজার জানতে হবে। চেষ্টা করবেন বস যতক্ষণ থাকবে, অফিসে ততক্ষণ থাকবেন। দর্কার হইলে আপনি বান্ধবীর লগে চ্যাট করেন বা হলুদ আলোর একই খবর চৌদ্দ বার পরেন। তাও বস যাওয়ার ১০ মিনিট পরে বের হবেন। ৫ মিনিট পরে বের হবেন না, তাইলে অফিসের বাইরে বস সিএনজির জন্য দাড়ায় থাকলে আপনারে দেখে ফেল্বে।

৭. কেউ প্রেজেন্টেশন দিলে, যদি কোনো প্রশ্ন মনে আসে, সাথে সাথে জিগ্যেস করবেন না। সে পরের স্লাইডে গেলে তারে বলবেন, "Can you go one slide backward?" আর যদি কোনো প্রশ্ন না থাকে, তাও হুদাই আগের স্লাইডে নিবেন। ইহা একখান অফিসিয় ভাবস।

৮. বিনাকারণে একটা মার্কার নিয়ে বোর্ডে চার্ট বা কোনকিছু ড্র করা শুরু করে দিবেন। venn ডায়াগ্রাম এইক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়। কিচ্ছু না বুঝলেও venn ডায়াগ্রাম আকেন। এক খোপে দেন, "আমরা কি জানি" আরেক খোপে দেন, "আমরা কি জানি না" আর মাঝখানের কম্বাইন্ড খোপে দেন, "আমরা কি জেনেও জানিনা"। ব্যস আপনি হিরো হয়ে যাবেন। অনেক সময়, আপনি কি বুঝাইতে চাইসেন আর সে কি বুঝতে চায়, কেউ কিচ্ছু জানবে না। কিন্তু দেড় ঘন্টার মিটিং আরামসে পার করে দিতে পারবেন।

---

৯. লাঞ্চ কখনই ব্রেকরুম বা ডাইনিং রুমে করবেন না। ডেস্কে মনিটরের দিকে হা করে তাকিয়ে তাকিয়ে করবেন। তাইলে ম্যানজার মনে করবে, আপনি কম্পানির জন্য জানপ্রাণ বরবাদ করে দিচ্ছেন।

১০. সবসময় অফিস টাইমে ইমেইল কম্পোজ করবেন কিন্তু সেন্ড করবেন না। সেন্ড করবেন হয় রাত দশটার সময় অথবা রবিবার সন্ধ্যা ৮.০০ এর সময়। তাইলে বস মনে করবে আপনি সারা উইকএন্ড কাজ করে ফাডালাইছেন।

---

এক্সট্রা: যদি অফিসে ফেইসবুক ব্যবহার করেন। তাইলে অন্য কেউ কমেন্ট করলে টুথ টুথ করে শব্দ হয়। হয় মিউট করেন বা হেড ফোন ব্যবহার করেন। অথবা সেটিংস এ গিয়ে > বামে নোটিফিকেশন এ ক্লিক করেন >তারপর How You Get Notifications On Facebook এর ডানে view তে ক্লিক করেন। তার নিচে, Play a sound when each new notification is received চেকবক্স আনচেক করে, save changes এ ক্লিক করেন। তাইলে আর কেউ কমেন্ট করলে আর টুথ টুথ সাউন্ড করবে না।

কোনো মানিব্যাক গ্যারান্টি নাই।   
তাই ধরা খাইলে কিন্তু চাকরি নাই।

August 11, 2014

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152175017106891>)

ট্রুথ এন্ড টিপস এবাউট আম্রিকা -2

১. কোনকিছু কাজ না করলে জাস্ট উল্টা দিকদিয়ে করবেন। যেমন ইলেকট্রিক সুইস অন-অফ হয় উল্টা দিকে। তালা খুলতে গেলে, এক দিক দিয়ে না খুললে অন্যদিকে চাবি ঘুরাবেন। রাস্তাঘাটে গাড়ি চালাবেন উল্টা দিকে। তারিখ লিখেতে গেলেও, মাস আগে লিখবেন এবং দিন তারপরে অর্থাৎ ১১ই আগস্ট ২০১৪ লিখে “8/11/3014” (2014 লিখতে গিয়ে 3014 লিখে ফেলছি, ভূলে। তো কি হইছে, যান না হাজার বছর এগিয়ে)

--------  
খাবার দাবার  
--------

২. মারুচান নামে ইনস্ট্যান্ট লাঞ্চ প্যাক হবে আপনার সবচেয়ে প্রিয় ও প্রধান খাবার। মোটামুটি ১৫০ মারুচান খাইতে পারলে আপনার MS ডিগ্রী হয়ে যাবে আর PhD পাইতে হলে কমচে কম ৫০০ মারুচান খাইতে হবে। আর প্রতিদিন চোখ-কান খোলা রাখতে হবে কোন স্টুডেন্ট গ্রুপ ফ্রি পিজ্জা খাওয়াবে বা কোথায় প্রেজেন্টেশন এর সাথে ফ্রি লাঞ্চ আছে। কিসের উপর প্রেজেন্টেশন বা মিটিং, সেটা বুঝার দরকার নাই। খেয়ে চিকন হয়ে বের হয়ে যাবেন, কেউ কিচ্ছু বলবে না।

৩. দোকানে স্যান্ডুস অর্ডার দিতে গেলে। কি টাইপের ব্রেড, কি সাইজের ব্রেড, কি মাংস (বীফ, চিকেন, হ্যাম), কি ধরনের মিট (ওয়েল ডান, হাফ ডান, রক্ত ঝরে), কি টাইপের চিজ, কি টাইপের সস, এরাম এক হাজার একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। যার মাথামুন্ডু আপনি বুঝেন না। কিন্তু ভাই, আপনি যদি পিকেল (তিতা শসা) খাইতে না পারেন, তাইলে আগেই না করে দিবেন, নাইলে আপনার স্যান্ডুসটা মাটি হয়ে যাবে।

৪. ham মানে শুকরের মাংস (pork বা bacon) কিন্তু ham-burger (hamburger) বানায় বিফ দিয়ে। অর্থাৎ হ্যামবার্গার হচ্ছে বিফ বার্গার। আবার egg-roll এর মধ্যে কিন্তু ম্যাক্সিমাম সময় মাংস থাকে (পর্ক বা চিকেন)

৫. এইদেশে, সালাদের মধ্যে শসা-টমেটোর চাইতে মাংস বেশী দেখলে অবাক হবেন না। অনেক ক্ষেত্রে সালাদে কিন্তু pork বা bacon দেয়। আপনি যদি সিরিয়াস হোন তাইলে, অপরিচিত মেন্যুতে অবশ্যই জিগ্যেস করে নিবেন, পর্ক বা এলকোহল আছে কিনা।

৬. ফাস্ট ফুডের দোকানে গিয়ে, সবসময় ড্রিংকসের ছোট কাপ নিবেন। বড় বা মাঝারি কাপ নিবেন না। কারণ ড্রিংকস আনলিমিটেড। তবে মার্কিনরা ১ ডলার বেশি দিয়ে লার্জ সাইজ ড্রিঙ্কস এর কাপ কেনো নেয়, আপনি সেটা বুঝবেন না। বের হবার সময় আবার ভর্তি করে নিয়ে আসবেন যাতে পরবর্তী ১ সপ্তাহ ড্রিংক কেনা লাগবে না। আপনি কেচাপ চাইলে, আপনারে ১ টা বা ২টা না ৭/৮ টা দিবে। মনে হচ্ছে আপনি শুধু কেচাপ খাইতে আসছেন। আবার ১ ক্যান কোকের দাম ১ ডলার আর ১২টা ক্যানের দাম ৫ ডলার। এরা যে কি টাইপের ইকোনমিক্স পড়ছে কে জানে !

------  
কেনাকাটা   
-------

৭. গ্রোচারি বা কাঁচাবাজার করতে গেলে দোকানে গিয়ে কিছু খুঁজে পাবেন না। এমনকি কাউরে জিগ্যেস করতেও পারবেন না। কারণ যেই জিনিস খুজতেছেন, সেটারে ইংরেজিতে কি বলে আপনি জানেন না।

-------  
ইংলিশ  
------

৮. যেকোনো ফর্ম পূরণ করতে গেলে, লেখা থাকবে "Print your name" এইটার মানে এই নয় যে, আপনি কম্পুটারে কম্পোজ করে তারপর প্রিন্ট আউট করবেন। এইটার মানে, কলম দিয়ে ফর্মের উপর নাম লিখবেন।

৯. আপনি যাই ইংলিশ বলেন না কেনো ওরা বুঝবে না। আপনি যদি বলেন "লেভেল" ওরা বুঝবেনা, বলবে হোয়াট হোয়াট। তারপর বলবে, "ওহহ ইউ মিন লেইভল"। সব ওয়ার্ডকেই ওদের সুরেলা করে টেনেটুনে বলতে হবে। সমাধান হিসেবে পকেটে এক টুকরা কাগজ আর কলম নিয়ে ঘুরবেন এন্ড না বুঝলে লিখে বুঝবেন।

১০. বানান করা আরেক ঝামেলা। ফোনে কাউরে ইমেইল বা বাসার এড্রেস দিতে গেলে, জান বরবাদ হয়ে যাবে। তারা Z কে বলে "জি", কেনো বলে আল্লাহ মালুম। তাই Z বলতে হইলে বলতে হবে " জিইই এজ ইন জিব্রা" আর G বলতে হইলে বলতে হবে "জি এজ ইন গার্লফ্রেন্ড"। আবার আপনি বলবেন p, তারা বুঝতে গিয়ে করে দিবে pee আর লিখবে T

১১. বাংলাদেশে আপনি যেটাকে টিসু বলেন ওরা ওটাকে বলে ন্যাপকিন (বাংলাদেশের স্যানিটারি নাপকিনের সাথে গুলিয়ে ফেলবেন না) আবার টিস্যু বলতে ওরা বুঝে টয়লেট টিস্যু। ওরা লিফটকে বলবে, এলিভেটর। মানিব্যাগরে বলবে ওয়ালেট। পেট্রোলরে বলবে গ্যাস (বাংলাদেশের সিএনজি গ্যাস কিন্তু না), কোকরে বলবে সোডা বা পপ । তাও চলে, কিন্তু রেস্টুরেন্ট এ খাবার শেষ করে বলবে, "ক্যান আই হেভ দ্যা চেক?" চেক মানে খাবারের বিল। লাও ঠেলা।

১১+. আফ্রিকান আম্রিকান ভাইয়ারা সাধারনত চাটগাইয়া বাংলায় কথা বলে। কথা শুনবেন মাগার কিচ্ছু বুঝবেন না। ইয়ো ম্যান, ইয়ো।

---------  
আমেরিকান কালচার   
----------

১২. আপনি কাউরে থাঙ্কু বললে তার রিপ্লাই “welcome” না বলে, ওরা বলবে, "নো প্রব্লেম" অথবা "you bet " এগুলা না হয় মানা গেলো কিন্তু যখন থাঙ্কু এর রেপ্লাই দেয়, "টেক ইট ইজি", এইটা আপনার মাথায় ঢুকবে না। তখন কনফিউজড হয়ে যাবেন। আপনি কি angry, নাকি খারাপ কিছু বলে ফেলছেন

১৩. রাস্তাঘাটে আপনার সাথে দেখা হলে, "হেই, হোয়াটস আপ?" বলে হনহনিয়ে হেটে চলে যাবে। আপনার উত্তর শুনার জন্য অপেক্ষা করবে না। যদি বলে, "ওহ রিয়েলি? বা সিরিয়াসলি?" সেটার মানে জিনিসটা রিয়েল কিনা জানতে চাচ্ছে না, বলতে চাচ্ছে জিনিসটা ইন্টারেষ্টিং। (personal observation)

১৪. নিয়মিত গুগল করে জানতে হবে, কোন ছুটির দিনে, আসলে ওরা কি করে। হলোউইনে কি ড্রেস পরবেন সেটা জিগ্গেস করলে কোনো উত্তর দিতে পারবেন না।

১৫. ওদের জোকস শুনে কিছু না বুঝলেও দাত কেলিয়ে হাসতে হবে। কারণ বাকিরা সবাই হাসতেছে। আর আপনি জোকস বলার পরে কেউ হাসতেছে না, মোস্ট প্রবাবলি আপনার জোকসটা রেসিস্ট হয়ে গেছে

১৬. এদের ভূগোলের জ্ঞান জঘন্য। আপনি যদি বলে, “I am from Bangladesh” ওরা বুঝবেনা। তারপর আপনি যতই বুঝাইতে চেষ্টা করবেন, "Bangladesh is next to india" সে মাথা নেড়ে নেড়ে জিগ্গেস করবে, "Which part of india"

--------  
বাংলাদেশী কমিউনিটি   
--------

১৭. উনারা প্রথম এক সপ্তাহ খাতির করবে, তারপর আর আপনারে চিনবেও না। গ্রোচারী করতেও নিয়ে যাবে না। ফোন দিলেও ধরবে না। তবে, আপনি বাংলাদেশ যাচ্ছেন সেটা শুনলে আপনার খাতির যত্ন বেড়ে যাবে, কারণ উনাদের একটা প্যাকেট বাংলাদেশ নিয়ে যেতে হবে এবং বাংলাদেশ থেকে আরেকটা প্যাকেট আচার আনতে হবে। যেটার বোতল খুলে গিয়ে আপনার সব জামাকাপড় নষ্ট হয়ে যাবে।

১৮. অন্য কেউ দাওয়াত পাইছে, আপনি পান নাই বলে মন খারাপ করে লাভ নাই। আর কেউ ফেমিলিসহ স্টুডেন্ট হলে প্রত্যেক উইকএন্ডে দাওয়াত পাবে, আর আপনি বছরেও একখান পাবেন না। শুধু ফেইসবুকে বিরানির ছবি দেখে জিহ্বার লালা আর চোখের জল মিশাবেন। তার উপ্রে থাঙ্কসগিভিং এ বিশাল টার্কি সহ শাড়িপরা ভাবীদের ছবিতে লাইক দিবেন।।

just take it easy... life here isn't scary...

August 10, 2014

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152173032231891>)

মার্কিন মুল্লুকে আপনাকে বাচতে হলে, ড্রাইভিং জানতে হবে।

বাংলাদেশে থাকতে, ড্রাইভিং অভিজ্ঞতা বলতে, টিউশনিতে যাওয়ার পথে, ১৩ নম্বর বাসে, ড্রাইভার কি জানি একটা কলকাঠি নাড়াতো আর জিগ্যেস করতো, "বামে কিলিয়ার?"। গেট থেকে হুঙ্কার আসতো, "উস্তাদ, বামে প্লাস্টিক"।

নর্থ ডেকোটা স্টেট ইউনিভার্সিটি এর উনিভার্সিটি ভিলেজে স্টুডেন্ট ছিলাম ১৬-১৭ জন আর তাদের মধ্যে গাড়ি ছিলো মাত্র একজনের। এই একখান গাড়ি দিয়ে জুম্মার নামাজ বা গ্রোচারি করতে যাইতে পারলে আমাদের ঈদ হয়ে যেতো। ধরেন আপনার একটা গাড়ি থাকলে, আপনি একদিন হয়তো দেখায় দিলেন, কিন্তু প্রতিদিন দিন শিখাতে নিয়ে যাওয়া বা সবাইকে শেখানো সম্ভব হবে না। অন্যদিকে স্মার্ট মুজাহিদ রোডটেস্ট দেয়, ১৫০ ডলার দিয়ে গাড়ি রেন্ট করে (যেহেতু ওর লাইসেন্স ছিলো না, অনেকেই রেন্ট দিতো না, রেন্ট করার ফি অনেক বেশি ছিলো, গাড়িও ছিলো না প্রাকটিস করার) আর একবার একেকটা নতুন নতুন ভুল করে এবং লাইসেন্স পায় না।

-------  
ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার উপায়   
-------

১. একটা MCQ পরীক্ষা দিয়ে "লারর্নার্স পারমিট" পেতে হবে। অর্থাৎ আপনি যে শিখবেন সেটার অনুমতি নিলেন। সাধারনত ২০-২৫ টা প্রশ্ন থাকে, রাস্তার নিয়ম কানুন এবং গাড়ীর জিনিস পত্র নিয়ে, ওদের অফিসে বা ওয়েবসাইট পরীক্ষার বুকলেট পাবেন । ইন্টারনেটে সার্চ দিলে প্রচুর সেম্পল টেস্ট পাবেন। পরীক্ষায় একই প্রশ্ন ঘুরে ফিরে আসে। মোটামুটি ৩ জনের কাছ থেকে কি কি প্রশ্ন ছিলো জানতে পারলে, ৯০% কমন পরে যাবে।

২. ড্রাইভিং প্রাকটিস করতে হলে স্টেট এর নিয়ম অনুসারে ১ বা একাধিক বছরের অভিজ্ঞ কেউ আপনার পাশে থাকতে হবে। সাধারনত বড় মাঠ বা পার্কিং স্পটে চলে যায় সবাই। ক্লোজ কোনো ফ্রেন্ডের গাড়ি না থাকলে, গাড়ি পাওয়া অনেক দুস্কর। অনেকেই দেখা যায়, ৪/৫জন মিলে একদিনের জন্য গাড়ি রেন্ট করে এবং সবাই কোনো সিনিয়র লোকরে দিয়ে শিখে।

৩. লাইসেন্স পাওয়ার জন্য আপনাকে, সরকারী লোক সহ রাস্তায় গাড়ি চালিয়ে দেখাতে হবে। তবে এই রোড টেস্ট, সাধারনত একটা বা দুইটা নিদৃষ্ট রাস্তায় হয়। সবাই সেটা জানে এবং আসল পরীক্ষার আগে ঐ রাস্তায় কয়েকদিন প্রাকটিস করে।

৪. বাংলাদেশী (ইন্টারন্যাশনাল লাইসেন্স ইংরেজিতে) থাকলে অনেক স্টেট এ আপনি টেম্পোরারি লাইসেন্স পাবেন। তাইলে, লারর্নার্স পারমিট নেয়া লাগবে না আর আপনার পাশে অন্য কাউকে বসিয়ে ড্রাইভ করার বাধ্যবাদকতা থাকবে না।

-----

আমারতো ড্রাইভিং শিখতে হবে, শিখবো কেমনে আর শিখাবেই বা কে? ড্রাইভিং স্কুলে গেলে ৩০০-৪০০ ডলার। তারুপ্রে আমি একটু ইন্ট্রোভার্ট বা সাই প্রকৃতির। কারো কাছ থেকে কিছু চাইতে পারি না। অগত্যা বুদ্ধি বের করলাম গাড়ি কিনবো। পুরান গাড়ি।

--------  
আমার প্রথম গাড়ি   
--------

যেই কথা সেই কাজ, ৪০০ ডলার দিয়ে গাড়ি কিনে ফেললাম, ১৯৯২ ওল্ডস মবিল কাটলাস সিয়েরা। তাও আবার চারজন মিলে। আমি, জিল্লুর, রোমিও এবং মনন। মননরে কনভিন্স করতে একটু কষ্ট হইছে। তাও সে রাজি হইছে। এক একজনের ভাগে ১০০ ডলার। টার্গেট ছিলো সামারের মধ্যে ড্রাইভিং শিখে, লাইসেন্স নিয়ে পয়সা উসুল করে ফেলবো। মোটামুটি বাংলাদেশী ৭,৫০০ হাজার টাকায় গাড়ি হয়ে গেলো। কিন্তু কাগজ পত্র কেউ নিজের নামে করতে চায় না। কেউ যদি এক্সিডেন্ট করে বা কোনো সমস্যা হলে দায়ভার নিতে হবে এই ভয়ে। সবাই বলে, আমি আছি কিন্তু কাগজ পত্র আমার নাম হইলে আমি নাই। কি বিপদ। শেষমেশ আমি আমার নামেই রেজিস্ট্রেশন করালাম। ইন্সুরেন্সও নিলাম। ওদেরকে ড্রাইভার হিসেবে অ্যাড করলাম। এখন সবাই গাড়ি চালাতে পারবে।

কার কখন গাড়ি লাগবে সেটা আগে থেকে ইমেইলে বলে রাখতাম। তারপরেও দেখা যেতো জিল্লুর নিয়ে গেছে কোথাও। নর্থ ডেকোটার নিয়ম ছিলো আপনি নতুন ড্রাইভার হলে, তিন বছর ড্রাইভিং অভিজ্ঞ কেউ আপনার পাশের সিটে থাকতে হবে। বাংলাদেশী স্টুডেন্ট মাত্র দুইজনের লাইসেন্স ছিলো আর কারুরই তিন বছরের অভিজ্ঞতা ছিলো না। জিল্লুর আমাদের মধ্যে সবচেয়ে চাল্লু ও বুদ্ধিমান ছেলে। সে ভারতীয়, মিডল ইস্টের, কারে কারে ধরে নিয়ে যেতো এবং সবার আগে ২ মাস না যেতেই সে লাইসেন্স পেয়ে গেলো। আমিও এরে ওরে ধরে শিখে, মাস খানিক পরে পাইলাম। রোমিও ও তার ওয়াইফ ইশিতাও লাইসেন্স পাইলো।

রোমিও একটা টালিখাতা বানায় দিছিলো। সেখানে কে কবে কত টাকার তেল নিচে, কত মাইল থেকে কত মাইল চালাইছে সে হিসাব লিখে রাখতাম। ২/৩ মাস পর পর হিসাব করে নিতাম।

------  
রোদের আড়ালে মেঘ হাসে   
------  
সামারটা তাও গেলো। উইন্টারে এসে দেখি গাড়ির হিটার কাজ করে না। হিটার কাজ না করলেও, আমাদের মাথাতো কাজ করে। সল্যুশন হিসেবে, আমরা সবাই জ্যাকেট, কানটুপি, গ্লাভস পরে গাড়িতে চড়তাম। কয়দিন পর বরফ পড়া শুরু করলো, তখন বরফে গাড়ির কাচ ঘোলা হয়ে যায়। পুরাই মাথা নষ্ট, টাইপ অবস্থ্যা। আবারও বুদ্ধি বের করলাম। ওয়ালমার্টে ডি-আইচার নাম একটা স্প্রে পাওয়া যেতো। ড্রাইভারের পাশের সিটে কেউ বসতে চাইতো না, কারণ তাকে সবসময় সেই স্প্রে দিয়ে ড্রাইভারের সামনের গ্লাস ক্লিন রাখতে হতো। দুইদিন পর জিল্লুর বুদ্ধি বের করলো, গ্লাস হালকা খোলা রাখলে, গাড়ির কাচ ঘোলা কম হয়। তার পর থেকে জানালা খুলে রাখতাম এবং নর্থ ডেকোটার শীতের বাতাসের নরম কোমল পরশ উপভোগ করতাম, তাও আবার গাড়িতে বসে।

পুরান গাড়ি, টায়ারও ছিলো বেশ পুরানো। বরফে স্কিড্ করতো এবং হরহামেশাই বরফে আটকে যেতো। পরে গাড়ি থেকে নেমে ঠেলে ঠুলেও অনেক সময় সুবিধে করে উঠতে পারতাম না। কয়েকবার টো (অন্য শক্তিশালী স্পেশাল গাড়ি দিয়ে, টেনে হেচড়ে বের করা লাগতো)। ঠান্ডায় অনেক সময় স্টার্ট নিতো না। অপরিচিত অনেকেই হেল্প করতো।

পুরা উইন্টারে অনেক কষ্ট দিছে। স্পেশালি রোমিও এবং জিল্লুরকে। উইন্টারের শেষের দিকে এসে আরো ডিস্টার্ব দেয়া শুরু করলো। ভীষণ মন খারাপ হইলো সবার। শেষমেশ মনের দুক্ষে, ভাঙ্গারি দোকানে প্রিয় প্রথম গাড়িখানা দিয়ে আসলাম। পুরানো লোহা লক্করের দাম হিসেবে ভাঙ্গারিওয়ালা আমাদের ১৫০ ডলার দিলো। গাড়ির দামের বাকি ২৫০ ডলার কই গেলো আমরা খুঁজে দেখিনি।

btw, আইলসা মনন ঐ যাত্রায় এবং তারপরের কয়েকবছর এটেম্পট নিয়েও লাইসেন্স পায় নাই। চার বছর পর আজকে কয় লাইসেন্স পাইসে, প্রমান দেখাতে বলি, দেখায় না। নীলক্ষেতের ওয়েবসাইটে টু মারছে কিনা কে জানে।

August 8, 2014

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152169116781891>)

যারা আম্রিকা বা বিদেশ যাচ্ছেন

১. গুগলে সার্চ দিয়ে ওই শহরের প্রতিমাসের গড় তাপমাত্রা দেখে নিন। সে হিসেবে শীতের বা গরমের কাপড় নিয়ে নিন

২. পর্যাপ্ত পরিমান টি শার্ট আর জিন্স আনুন। কমপক্ষে ৪ জোড়া। বাংলাদেশে অনেক সস্তা। প্রথম কিছু দিন ডলারকে টাকায় কনভার্ট করে কিছুই কিনতে পারবেন না। একটা ফরমাল ড্রেস আনুন (কোট, ড্রেস প্যান্ট, টাই, ফরমাল সু )

৩. আপনি যদি চশমা বা লেন্স ব্যবহার করেন। মাস্ট তিন জোড়া এক্সট্রা আনবেন। এখানে খরচ বেশী পড়বে (যদিও আমি নিজে কোনদিন কিনিনি)

Extra: সস্তায় ৭-২০ ডলারে চশমা কিনতে পারবেন এইখানে:[http://www.zennioptical.com/](http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.zennioptical.com%2F&h=3AQFDHxnLAQF2CBVEQuomjkvH1X2rjwF1SL2T7b4OT2ppEw&enc=AZOpUrrCGzA1bJzuPpm6tx1qGcuPrZlnFCht0NMi1u4VN4Kcb_z8mMVhbFXTgc4PwWXEuTTHiVV-F9VsxI4jgsO5rbOUEnxiugnHrwMNHOKRryUoBVljUbo6AyXuVSiMtK3QoRnKXIMC5yTJWay45WQkWsAB-a3cHXbEV4pV2ZjKRpami_ZEG8uG-FzEGVsB5c4&s=1)   
(লিংক দিয়েছেন: রাগিব ভাই )

৪. বই এখানে অনেক দামি। অনেক সময় লাইব্রেরিতে টেক্সট বই পাওয়া যায় না। পরিচিত কেউ যদি আপনার ডিপার্টমেন্ট এ পড়ে, তাদের কাছ থেকে জেনে সস্তা বই নীলক্ষেত থেকে কিনে আনতে পারেন

৫. অবশ্যই মশলা (গরুর, মুরগীর, মাছের, জিরা, হলুদ, মরিচ, ইত্যাদি ) নিয়ে আনবেন। অনেক অনেক, কমপক্ষে ৬ মাস রান্না করতে পারবেন এমন পরিমান। ১ কেজি মাংসের মসলা এর দাম ২৪০ টাকা। তাও বড় শহর ছাড়া পাওয়া যায় না।

৬. যদি সম্ভব হয়। ড্রাইভিং শিখে লাইসেন্স (ইন্টারন্যাশনাল ইন ইংলিশ) নিয়ে আসবেন। এইখানে ড্রাইভিং শিখে (আপনার গাড়ি থাকবে না), লাইসেন্স নেওয়াতে ঝক্কি আছে।

৭. প্রিয়জনের কিছু ছবি প্রিন্ট আউট করে নিয়ে আসবেন অবশ্যই। যতই ফেসবুকে বা ড্রপবক্সে থাকুক না কেনো।

৮. ষ্টেশনারীর দামও বেশি। কিছু নোটবুক, পেপার পেন্সিল নিয়ে আসতে পারেন। খুব বেশি আনার দরকার নাই। কয়েকদিন পর ডিপার্টমেন্ট এর ফ্রি প্রিন্টারের কাগজ চুরি করা শিখে যাবেন।

৯. নিজেকেই নিজে জিগ্যেস করুন। আপনার ঘুম থেকে উঠার পর, ঘুমানোর আগ পর্যন্ত কি কি লাগে। সেই সব এই দেশে যদি না পাওয়া যায়, তাইলে সেটা নিয়ে আসতে হবে। এখন আপনার যদি মনে হয়, বাংলাদেশী ট্রাডিশোনাল টয়লেট তো এখানে পাওয়া যাবে না। তাইলে আমার কিছু বলার নাই।

১০. এক জোড়া হাফ প্যান্ট, দুইটা ত্রি কোয়াটার, স্যান্ডল, কেডস, মোজা, ৩ জোড়া আন্ডার গার্মেন্ট ইত্যাদি। যদি লুঙ্গি, গামছা লাগে, অবশ্যি আনবেন ৪টি করে। পাঞ্জাবি পায়জামা কমপক্ষে ৩টি। একটা দেশের পতাকাও আনবেন, ছোট হলেও। এবং ৩ টি বাংলাদেশী টি-শার্ট (যেগুলা বাংলাদেশের কথা বলে)

১১. কলেজে যাওয়ার ব্যাগ (ব্যাক প্যাক) দুইটা মাস্ট। পার্স (মেয়েদের) এখানে দাম বেশি। চিরুনি এর দাম বেশি বলে মনে হয়। গত তের বছরে আমি চিরুনি ব্যবহার করিনি, তাই জানিনা দাম কেমন।

১২. বডি লোশন, শ্যাম্পু, টুথপেস্ট, সেভিং ক্রিম, রেজার, হেয়ার জেল, আফটার শেভ আনার দরকার নাই। এখানে সস্তা।

১৩. ভালো লাগেজ কিনবেন। প্লেনে উঠানোর সময় কিন্তু ওরা আছাড় দিবে। তাই ভেঙ্গে গেলে আবার এইদেশে কিনতে গেলে (দেশে ফিরার টাইমে) অনেক দাম পড়বে। দুইটা বড় একটা ছোট কিনবেন।

১৪. ল্যাপটপ সস্তা। ফোন সস্তা। তাই দেশের থেকে আনার দক্কার নাই। ফকিরা একটা ফোন রাখবেন যাতে প্লেনে উঠে পাশে কে বসছে সেটা গার্লফ্রেন্ডকে বলতে পারেন। ক্ষেত্রবিশেষে সত্যি কথা চেপে যেতে পারেন। তবে সফটওয়্যার অনেক দামি। BCS কম্পুটার সিটিতে একটা চক্কর মারতে পারেন। পাইরেটেড কিছু ব্যবহার করতে চাইলে নিজের রিস্কে করেন।

১৫. সমসময় আপনি ইনফরমাল জিন্স, টি শার্ট পড়বেন। তাই বেশি ফর্মাল শার্ট আনার দরকার নাই। তবে কয়েকটা আনতে হবে। চাকরির ইন্টারভিউ দেওয়ার জন্য।

১৬. আপনি সর্বোচ্চ ১০হাজার ডলার সঙ্গে করে আনতে পারেন। সেগুলা সাবধানে রাখবেন। কখনই মূল লাগেজে দিবেন না। বড় লাগেজ হারিয়ে যেতে পারে।

১৭. কিছু কয়েন সাথে রাখবেন। জরুরি ফোন দেয়ার জন্য। এয়ারপোর্ট এ কয়েন দিয়ে ফোনবুথ থাকে। কাউকে বললেই দেখিয়ে দিবে। আর কোনো কারণে আপনার ফ্লাইট ডিলে হলে অবশ্যই যে আপনাকে পিক আপ করতে আসবে তাকে জানাতে হবে। অনেক এয়ারপোর্ট এ ফ্রি ওয়াই ফাই থাকে। কয়েকটা ট্রাই করলে একটা পেয়েও যেতে পারেন।

১৮. ভার্সিটি এর ইন্টারন্যাশনাল অফিসের ফোন নম্বর অবশ্যই রাখবেন। জরুরি কিছু হলে যাতে যোগাযোগ করতে পারবেন।

১৯. পাসপোর্ট, I-20, জরুরি কাগজ পত্র সর্বদা নিজের সঙ্গে রাখবেন। কোথাও রেখে বাথরুমে হলেও যাবেন না। একবার ব্যাগ থেকে বের করলে সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে ঢুকিয়ে ফেলবেন। খুবই সাবধানে রাখবেন। এইগুলা ছাড়া ঢুকতে পারবেন না। আর ইমিগ্রেসন অফিসারকে লম্বা উত্তর দেবার দরকার নাই। শুধু যা জিগ্যেস করবে তার উত্তর দিবেন।

২০. তরল কোনো খাবার লাগেজে দিবেন না। তবে মায়ের হাতের আচার পলিথিনে ভালো করে প্যাক করে আনবেন। যাতে অন্যকিছুর সাথে মিশে না যায়।

২১. বউ বাচ্চা সঙ্গে নিয়ে আসতে পারেন। তবে বাচ্চা সঙ্গে থাকলে তাকে গাড়িতে স্পেশাল সিটে বসাতে হবে। সেকথা, আপনাকে যে পিক করতে আসবে তাকে আগেই বলে দিতে হবে। প্রথম প্রথম বউ বাচ্চার একটু কষ্ট হবে, আপনার বাসা ঠিক করা নাও থাকতে পারে, ফার্নিচার থাকবে না। বেবী ফুড এইসব। তাই অনেকে ১মাস বা ১ সেমিস্টার পরে বউ বাচ্চা আনা। সেক্ষেত্রে বাচ্চ্চা এবং লাগেজ নিয়ে এয়ারপোর্ট এ বউয়ের অনেক কষ্ট হয়। এখন সেটা আপনার বিবেচনা।

২১+. কষ্ট করে, মশারী বা কয়েল আনা লাগবে না। যদি সারাজীবন তুলার বালিশ বেশি নাক ঢেকে ঘুমিয়ে থাকলে এখানকার ফোমের বালিশে প্রথম কয়েকদিন সমস্যা হতে পারে। চিন্তার কোনো কারণ নাই, দুই দিন পরে ঠিক হয়ে যাবে। বরং দুই বছর পরে বাংলাদেশে গেলে, তুলার বালিশ শক্ত মনে হবে। অবশ্য বাংলাদেশে গেলে আপনি অনেক কিছুতেই নাক সিটকাবেন, কারণ, "দুই দিনের বৈরাগী, ভাতেরে কয় অন্ন"।

বহুকাল আগে মাস্টার্স করার সময় লিখছিলাম ইংরেজিতে, আজকে তর্জমা করে ফেললাম।

August 5, 2014

(<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10152163856856891>)

--কপি ইজ দ্যা সিক্রেট অফ সাকসেস

আপনার হয়তো একটা ড্রিম আছে, আপনি জানেন আপনার ড্রিমটা কি  
এবং আপনি এও জানেন ড্রিমটা বাস্তবায়ন করার জন্য কি কি করা লাগবে  
কিন্তু তারপরেও আপনি সেটা করেন না বা করতে পারছেন না

একটু চোখকান খুলুন দেখবেন, কোথাও না কোথাও, কেউ না কেউ   
আপনার ড্রিম বা স্বপ্নের মতো জীবন বাস্তবে যাপন করতেছে   
যাদেরকে অগ্রগতি থামনো যাচ্ছে না। দিনকে দিনকে নতুন উচ্চতায় আরোহন করছেন।   
আপনি, জাস্ট ওদেরকে কপি করতে শুরু করেন।   
একদম ডাইরেক্ট কপি, সে যা করে আপনিও তা করেন,   
সে যেভাবে করে, আপনিও সেভাবে করেন   
একজনরে কপি করতে করতে টায়ার্ড হলে অন্য আরেকজনরে কপি করেন   
এইভাবে আপনি দুই তিন জনকে কপি করতে করতে কাজটা চালায় নিতে হবে   
একজনের থেকে কপি করলে হয় চুরি, আর দশ জনের কাছ থেকে কপি করলে হয় রিসার্চ   
(তবে চুরি করবেন না। তাদের কাজ আপনার বলে চালাবেন না )

মনে রাখবেন, আপনার যেই লক্ষ্য আপনার যে ড্রিম সেটা কিন্তু অন্যরা দেখবে না   
তারা আপনার গ্রুপে যোগও দিবেনা। আর দিলে দুই দিন পরে থাকবেও না   
আপনি স্বতন্ত্র একজন, আপনাকে একলাই চলতে হবে   
কেউ বিট্রে করলেও, কাজ দিবে বলে না দিলেও, টেকা ধার দিবে না।   
কিছু একটা শিখাবে বলে, পালিয়ে গেলেও আপনি থেমে যেতে পারবেন না   
অন্যকাউকে ধরেন, অন লাইনে খোঁজেন।

নিজের উপর বিশ্বাস রাখেন, আরামপ্রিয় বন্ধুদের কাছ থেকে দুরে থাকেন। টিটকারী হজম করেন।   
no matter how many times u copied same thing,   
no matter how many times u failed,   
no matter how many times u restart ur machine,  
you can only stop when u win

ধরেন, আপনি ফ্রিলাঞ্চিং বা ওয়েব ডেভেলপ করতে চান   
[Rasel Ahmed](https://www.facebook.com/raselahmed7) এর যেই সব ভিডিও টিউটোরিয়াল আছে, সেগুলা হুবহু কপি করেন   
তবে কপি পেস্ট করবেন না। দেখে দেখে টাইপ করেন (কপি পেস্ট করলে আপনি শেষ)  
একবার দুইবার, বার বার করেন।   
সে যেই ডিজাইন করছে, যে কালার দিছে আপনিও একই কালার দেন   
দিতে দিতে অনেক দিন পর দেখবেন আপনার অন্য একটা কালার দিয়ে ট্রাই মারতে ইচ্ছা হবে   
তখন আস্তে আস্তে আপনার আপন স্বত্তার উদ্ভভ হবে   
একদিন আপনি উনার ছায়া থেকে বেরিয়ে আসবেন   
হয়তো উনাকে ছাড়িয়েও যাবেন

আরেকটা উদাহরন দেই,   
এই লেখাটা কিন্তু [Ragib](https://www.facebook.com/ragibhasan) ভাইয়ের লেখা কপি করতে করতে শুরু করেছিলাম। উনার লেখার কোয়ালিটির ধারে কাছে যায় নাই। তো কি হইছে? চেষ্টা করে যাচ্ছি, একদিন ঠিকই হবে।

June 29, 2014

<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152099637651891&set=a.10151055924446891.428226.686386890&type=3>

সহজেই ৭ রকমের ডাল রান্নার পদ্ধতি --

১. ডালের মধ্যে গাজর, ভুট্টা আর মটরশুটির একটা মিক্স পাওয়া যায় ওয়ালমার্টে, সেটা ছেড়ে দিলে, ডাল আর সাপোর্টিং ডিশ না থেকে, মেইন ডিশ লেভেলে আপগ্রেডেড হবে। এটলিস্ট খাওয়ার সময় আঙ্গুলে কিছু একটা ধাক্কা খাবে, ফিল লাইক এ তরকারী।

২. ডালের মধ্যে স্পিনাস (পালং শাক) কাটা কাটা ফ্রোজেন (ফ্রেশ পালং শাক হলেও চলে, তবে এতে কাটাকাটি, ধোয়া, অনেক ঝামেলা) ছেড়ে দিন। ডাল-স্পিনাস হয়ে গেলো। অসাধারণ জিনিস রে ভাই। না খাইলে জীবনটাই বৃথা।

৩. ডালের মধ্যে দুটো ডিম ভেঙ্গে ছেড়ে দেন। পরে এক্সট্রা ডিম ভাজি করার ঝামেলা নাই। সময়, তেল, পেয়াজ সবই বেচে গেলো। তাছাড়া ঐ ডাল দিয়ে অনায়সে ৫ বেলার তরকারি হয়ে যায়। অথচ আলাদা আলাদা ডিম ভাজি করতে গেলে, ৫টা ডিম লাগতো। নেট মুনাফা তিনখান ডিম !!!

৪. ডালের মধ্যে ফুলকপি ছেড়ে দিন। কিছু কিছু আজাইরা পাব্লিক আছে, যারা চৌদ্দটা জিনিস দিয়ে, ছত্রিশ মিনিট লাগাইয়া ফুলকপি রান্না করবে, আর ভাব মেরে আলতো করে দু চামচ ডাল নিবে। এত্ত এত্ত কাহিনী করার কি আছে? ডালের মধ্যে ফুলকপি ছেড়ে দাও। যা খাইতে চাইছো সবই পাইছো। দিন শেষে ( আই মিন পরের দিন সকালে) রেজাল্ট তো একই।

৫. ডালের মধ্যে টমেটো, আলু এন্ড ধনে পাতা একটু বেশি দিলে, ডালটু (ডাল + টমেটু) হয়। যদিও টমেটো খানিকটা বেশি দিলে হাল্কা হাল্কা টক টক লাগতে পারে। ব্যাপারস না। উদাহরণ হিসেবে দেখুন নিচের ছবি। btw, মরিচ দিতে যে ভুলে গেলে সেটা কিন্তু আপনি ছাড়া কেউ টের পাবে না। সো ডোন্ট ওরি।

৬. ডাল রান্না করতে দিয়ে, রুমে গিয়ে ভুলে গেলে। ডালের মধ্যে জলীয় বাস্পের অভাব হয়, আমরা তাকে ঘন ডাল বলি। যদিও আমার ক্ষেত্রে হয়ে যায়, ফ্রাইড ডাল উইথ বার্নিং ফ্লেভার। এইক্ষেত্রে বার বার রান্নার অগ্রসরতা চেক করার দরকার নাই। রান্না শেষ হইলে ফায়ার এলার্মই আপনাকে রুম থেকে ডেকে দিবে। যদি ফায়ার এলার্ম নষ্ট থাকে, ডোন্ট ওরি ফায়ার বিগ্রেড আছে।

৭. ওহ ...খালি খালি ডালের কথাই ভুলে গেছিলাম। তারমধ্যে পেয়াজ বা হলুদ বা মরিচ না দিলেও সে কিন্তু ডাল(dull)

তবে, কিছু কিছু মানুষ আছে ডালের মধ্যে টুকরা টুকরা মাংস দিয়ে, স্টাইলমেরে সূপের চামচ দিয়ে খায়। এতে ডালের অপমান করা হয়। আরে বেটা, তোর টেকা আছে, সময় আছে, তুই মাংস রান্না করে খাঁ। ডালের লগে গেস্টাগেস্টি করস কেন? এই অপমানের জন্য একমাত্র দায়ী হচ্ছে মুখোশধারী মামা (সে কখনই আসল মামা হতে পারে না), সেই কুখ্যাত মামা হালিম।

ডাল অতীব উচ্চ মার্গীয় জিনিস। জাতীয় জীবনে ডিমের পরেই ডালের ভুমিকা। সেটা অবশ্যই চিকেন বা বিফ বা আলু-কদুর চাইতে অনেক অনেক উপ্রে। আসুন আমরা ডালকে প্রাপ্য সম্মান দেই। রোজা রমজানে ফালতু ছবি আপলোড করা থেকে বিরত থাকি।

সব্বাই মিলে কুইক এন্ড ইফেক্টিভ সেহেরি/ইফতার করি। করি সংযম এবং বাঁচাই সময়। আর একটু এক্সটা সময় পাইলে লাভ একটাই, ফেইসবুকিং।

শেষকথা, ভুলেও ডালের বা রান্নার স্বাদ নিয়ে কথা তুলবেন না। বিশিষ্ট রন্ধনশিল্পী বলেছেন, "দুনিয়াতে যতকিছু তোমার শরীরের জন্য ভালো, তা কিন্তু খাইতে ভালো হয় না।" উদাহরণ হিসেবে উনি বলেছেন, চিরতা, করোলা, নিমপাতার জুস, ঘুমানোর আগে একগ্লাস দুধ।

April 23, 2014

<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10151978926731891>

খবর-১   
রাজধানীর শপিং মলগুলোতে উপচে পরা ভিড়, গভীর রাত পর্যন্ত ক্রেতাদের আনাগোনা   
অভিজাত শপিং মলে প্রচুর সমাগম, দেখে টিভি সাংবাদিকরা   
আড়ং, যমুনা ফিউচার পার্ক, বসুন্ধরা থেকে লাইভ চালাচ্ছে   
ক্রেতাদের দুই হাতে এত্ত এত্ত শপিং ব্যাগ, হাটতেই কষ্ট হচ্ছে, গেদা গেদিরে সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে

তারপরেও সাংবাদিক একজনরে থামালেন: আপনিতো দেখি প্রচুর কেনাকাটা করছেন, কোনো উপলক্ষে?  
ক্রেতা: আরে না, এইসব ব্যাগে গামছা। বউ, লেদালেদির জন্য আলাদা আলাদা   
সাংবাদিক (আরে আগ্রহ দেখিয়ে, সুর করে): সবার জন্য আলাদা আলাদা গামছা কোনো?  
ক্রেতা: রাত ৯টার পরে তো আর এইহানে থাকতে দিবো না। বাইরে গেলে কি আর এত এত জামা কাপড় পরে বাড়ি যাওয়া যাবে? তাই বাড়ি থেকে ব্যাগে করে গামছা নিয়ে এসেছি। সকাল ৯টা থেকে বেশ ভালো আছি, সারাদিন কারেন্ট গেলেও মাগার এসি বন্ধ হয় না। প্রত্যেক ফ্লোরে ১ ঘন্টা করে কাটিয়ে দিলেই দিন শেষ

খবর-২:   
তিতাস গ্যাসের কাস্টমার সার্ভিসের লোকজন আজকে আর কোনো অভিযোগ পাচ্ছেন না। আগে সারাদিন এইখানে গ্যাস নাই, ঐখানে চাপ নাই (গ্যাসের চাপ)। লাইন ফুটা হয়ে গেছে, আগেরা বাগেরা । তিতাসের পরিচালকের তো, আবেগে কান্দালছি অবস্থা

সরেজমিনে পরিদর্শন করে দেখেন::  
মুরগি ডিম পেট থেকে বের হতে না হতেই গরমে অমলেট হয়ে যাচ্ছে   
KFC তো টিনের চালে মুরগি ছেড়ে দিলেই তা ফ্রাই হয়ে নিচে কাস্টমারের প্লেটে পড়ছে  
ছাগলের দুধ ডাইরেক্ট পাউডার হয়ে বের হচ্ছে,  
সেই পাউডারের সাথে ১চিমটি চাপাতা দিয়ে রৌদ্রে ধরলে, গ্লোরিয়া জিন্সের কফি (৬৮০ টাকা কাপ প্রতি)

খবর-৩:   
দবির সাহেবের বাসায় এসি নাই, অফিসে এক্সট্রা সময় কাটিয়েছেন, জাস্ট এসির হাওয়া বেশি খাওয়ার জন্য, কিন্তু বাসায় এসে এক ঘন্টা পর পর গোসল মারছেন।

হয়তো প্রত্যেক ঘন্টায় গোসল করলে আরাম লাগে এন্ড বাসায় পানি আছে বলে গোছল করতে পারছেন, কিন্তু কথা হচ্ছে, "you can, doesn't mean you should"   
একটু ভেবে দেখবেন, আপনি বা আপনার পরিবার কি পানি অপচয় করছেন?  
এই গরমে প্রচুর মানুষ/শিশু/পশুপাখি প্রয়োজনীয় খাবার পানি পাচ্ছে না। আপনি পয়সা দিয়ে চৌদ্দবার গোসল করছেন, হয়তো এই পানি দিয়ে ৫০ জন বস্তির মানুষের তৃষ্ণা মিটতো, অথবা শত শত পশুপাখিদের জীবন একটু কম দুর্বিসহ হতো।

থালাবাটি একটু কম ব্যবহার করলেন, যাতে ধুইতে পানি কম লাগে।   
জেফ বেজস বলেছেন, "It's harder to be kind than clever"

সাইডে: একদম গোসল করা ছেড়ে দিলেও, পারফিউম ব্যবহার করা ছেড়ে দিবেন না

March 28, 2014

<https://www.facebook.com/JhankarMahbub/posts/10151935125346891>

ট্রুথ এন্ড টিপস এবাউট আম্রিকা - ১

আম্রিকার এয়ারপোর্ট কেউ আপ্নার জন্য হাতপাখা নিয়ে বইস্যা নাইক্কা   
ফুল ফান্ডিং বা বাপের টেকায় ঘাটতি থাকলে   
গ্যাস ইস্টিশনে মুদি দোকানদারী, আর ক্যান্টিনের টেবিল মুচানি   
জোগার করতে গুলা তিরিশেক ভারতীয়কে তৈল মর্দন কর্তে হবি  
তবে আম্রিকায় সফল হতে হলে, জাস্ট ফলো দ্যা রাইট ভারতীয়

.

ফাকিবাজরা, চায়নিজ বা কোরিয়ান এডভাইজার এড়িয়ে চলুন   
ওরা শুধু কোয়ালিটি বাড়াবে, আরামস দিবে না, ডিগ্রীও সহজে দিবে না   
সাদা একখান বুড়া আম্রিকান খুইজ্যা বের করেন   
এবাউট টু রিটাযার, তারে হাফজাফ দিয়া বুঝ মারতে পারবেন

.

ও আর ফেইসবুকের আল্লাদি মার্কা পিকচার শুধু   
প্রথম সপ্তাহ, প্রথম বরফ দেখা, প্রথম স্প্রিং  
প্রথম সাদা চামড়ার মুখে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংলিশ (রাশিয়ান বালিকা)   
তারপরেই কিন্তু তেল শেষ   
ল্যাবের বিনিদ্র রজনী, শুকনা ভাতের সাথে ডিম ভাজি   
ঈদ, পহেলা বৈশাখের দীর্ঘ নিশ্বাস, পাকা আম, লিচুর ক্ষুধা  
কিন্তু দেখাবেন নাহ   
ছয়মাসে একখান নায়াগ্রা ছবি দেখবেন বাট কনকনে শীতের   
হাড় বেকানো রুক্ষ ছবিটা কেউ তুলে না

.

তারপরেও টিকে থাকে, ভালো করে, "কারণ ঠেলায় পড়লে, বাঙালি সব পারে"  
দেশে \*\* ফালাতে পারেনা কারণ দেশে কেউ ঠেলেনা বরং বুকে জড়িয়ে নেয়  
মোদ্দা কথা   
যে ঢেকী ধান বানবে, সে নরকেও বানবে (আমি না হয় আমড়া কাঠেরই হলুম)